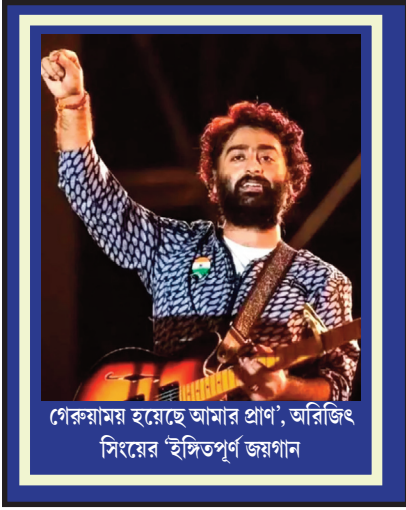




গেরুয়াময় হয়েছে আমার প্রাণ, অরিজিৎ
সিংয়ের 'ইঙ্গিতপূর্ণ জয়গান'

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা



এস আই আর-এ বাদ ২৭ লাখের দায়
মমতার! : শুভেন্দু

২১ আশ্বিন ১৪৩৩। শুক্রবার ৯ অক্টোবর ২০২৬ ১ ম বর্ষ ৬০৫ সংখ্যা ১৮ পাতা

ডিভাইড অ্যান্ড রুল!
পাকিস্তানকে বহু খণ্ডে ভেঙে
বিদ্রোহ দমনের নীল নকশা
আসিম মুনিরের



রাষ্ট্রপতির 'দরবারে'
মমতা-রাহুল,
'ভোটচুরি'র প্রমাণ
চাইলেন মুমু!



২৩ হাজার পুলিশ, বন্ধ
ট্রেন, শুদ্ধ ইন্টারনেট!
'ককরোচে' সতর্ক দিলি
যেন দুর্গ



নন্দীগ্রাম-রেজিনগরে জয় অন্নপূর্ণার কৃতিত্ব নবান্নে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

নয়া জামানানন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির অভাবনীয় সাফল্যের নেপথ্যে সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পের ভূমিকা কেই তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অন্নপূর্ণা যোজনায় বহু ক্ষেত্রে যোগ্যদের অ্যাকাউন্টে টাকা না ঢোকা নিয়ে বারবার মুখ্যমন্ত্রী তথা বাংলার বিজেপি সরকার সমালোচনার মুখে পড়েছেন। শুক্রবার উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার পর অন্নপূর্ণা প্রাপকদের ধন্যবাদ জানানলেন শুভেন্দু। বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ভোটে বাজিমাত করতে হাতিয়ার করেছিলেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পকে। উপনির্বাচনের ফল পর্যালোচনায় অন্নপূর্ণা যোজনার প্রভাব ব্যাখ্যা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাব নন্দীগ্রামের ৭০ হাজার ৩০০ এবং রেজিনগরে প্রায় ৭০ হাজার অন্নপূর্ণা যোজনা প্রাপক মহিলাদের। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে তাঁরা সপরিবারে ভারতীয় জনতা পার্টিতে ভোট দিয়েছেন। রেজিনগরের ফলাফলে সংখ্যালঘু মহিলাদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই এত বড় জয়, এত বড় ফল

কখনোই হত না যদি না রেজিনগরের ৩৫ হাজার সংখ্যালঘু মুসলিম দিদি-বোন, অন্নপূর্ণা প্রাপকরা তাঁদের পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের ভোট না-দিতেন। আমরা যে ভোট পেয়েছি রেজিনগরে, তার মধ্যে গরিষ্ঠ সংখ্যক অংশ সংখ্যালঘু ভোট বিরোধীদের দীর্ঘদিনের খোঁচার জবাব দিয়ে শুভেন্দু জানান, ভোটের আগে বলা হয়েছিল বিজেপি ক্ষমতায় এলে সংখ্যালঘুদের বাংলাদেশে বা ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হবে, ধর্মীয় স্বাধীনতায় আঘাত আসবে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি দেখে মানুষের বিব্রাতি কেটেছে। তাঁর কথায়, তাঁদের সমস্ত মিথ্যাচার গত পাঁচ মাসে মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার কারণেই মূল স্রোতে এসে সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে চান, বন্ধুত্ব করতে চান। রাজ্যে ১ কোটি ৫৮ লক্ষ অন্নপূর্ণা প্রাপকের মধ্যে ২৪ লক্ষ মুসলিম মহিলা এবং বার্ষিক ও বিধবা ভাতার সুবিধাভোগীদের মধ্যেও বহু সংখ্যালঘু পরিবার রয়েছেন বলে তিনি পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। আয়ুস্মান ভারত এবং 'এক দেশ এক রেশন কার্ড-এর মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ



মানুষের কাছে পৌঁছনোতেই বিরোধীদের রাজনৈতিক সমীকরণ ভেঙে গিয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। নন্দীগ্রামে জয়ী বিজেপি প্রার্থী প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সেখানে প্রয়াত প্রাক্তন বায়ুসেনা জওয়ানের মাকে মানুষ

বিপুল ভোটে আশীর্বাদ করেছেন। অন্যদিকে, রেজিনগরের সার্বিক রূপরেখা তুলে ধরে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, নারকেলবাড়ি ব্রিজ তৈরি, রেজিনগর কলেজ প্রতিষ্ঠা, হাসপাতালকে ২০০ শয্যা উন্নীত করা এবং

দুগ্ধচাষীদের জন্য আমুলের কালেকশন সেন্টার গড়ার কাজ ধাপে ধাপে সম্পন্ন হবে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পরেই রেজিনগর কলেজে পঠনপাঠন শুরু করার লক্ষ্য নিয়েছে প্রশাসন। ভোটের সার্বিক পরিবেশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, তাঁর শাসনকালে নির্বাচনে কোনও অশান্তি হয়নি। তিনি বলেন, একটি গুলি, একটি বোমা, একটি মৃত্যু, একটি হাসপাতালে পাঠানো, একটি বুথে পুনর্নির্বাচন, এই ধরনের কোনও ঘটনার নজির পাওয়া যায়নি। আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর থাকার কারণেই তিনি সরকারি কপ্টার নিয়ে রেজিনগরে প্রচারে যাননি বলেও জানান। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শালীনতাহীন মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, যে ৭০ শতাংশের দস্ত বিরোধীরা দেখাতেন, সেই মানুষরাই আজ বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। বিধানসভায় বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা বেড়ে ২০৯-এ পৌঁছল উল্লেখ করে তিনি জানান, হাওড়া ও কলকাতা পুরসভা ও পরবর্তী পুর নির্বাচন এবং ২০২৯-এর লোকসভায় রাজ্যের ৪২টি আসনেই জয়ের লক্ষ্য নিয়ে এগোবে দল।

রেজিনগরের বুথে ভোটের চেয়ে বেশি ভোট

অভিষেকের পোস্টকে মিসইনফরমেশন বলল কমিশন

নয়া জামানা : উপনির্বাচনের ফলপ্রকাশের দিনেই রেজিনগরের একটি বুথের ভোটসংখ্যা নিয়ে তৈরি হল বিতর্ক। শুক্রবার সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি পরিসংখ্যান শেয়ার করে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগ তোলেন তৃণমূলের ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই পালটা তথ্য দিয়ে সেই দাবি খারিজ করে কমিশন। একটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, রেজিনগরের ১০৯ নম্বর বুথে ভোটার সংখ্যা ৭৭২, অথচ বিজেপি প্রার্থী শাখারত সরকার সেখানে পেয়েছেন ৯০৯টি ভোট। ভোটারের চেয়ে বেশি ভোট কীভাবে সম্ভব, সেই প্রশ্ন তুলে চর্চা শুরু হয়। অভিষেক সেই পরিসংখ্যান নিজের এন্ড্রোইডে শেয়ার



করে গণনায় কারচুপির অভিযোগ করেন। এর পরেই মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিক এন্ড্রোইডে পালটা পোস্ট করেন। কমিশনের দাবি, ওই বুথে ভোটার সংখ্যা ৭৭২ নয়, ৯৭২। বিজেপি প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট ৯০৯ হওয়ায় ভোটার সংখ্যা ও প্রাপ্ত ভোটের মধ্যে

কোনও গরমিল নেই। অভিষেকের পোস্টকে মিসইনফরমেশন বলে চিহ্নিত করে কমিশন। জেলা প্রশাসনের বক্তব্য, সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সংখ্যা যথাযথ যাচাই না করেই পোস্ট করা হয়েছে। ভোটপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে এভাবে প্রশ্ন তোলায় ক্ষোভও প্রকাশ করেছে কমিশন।

আগামী বছরই ছাত্র সংসদ নির্বাচন : মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা : কলেজে কলেজে ছাত্রভোট বন্ধ অনেক বছর। রাজ্যে শাসকদল বদলের পাঁচ মাস পেরিয়ে গেলেও ছাত্র সংসদ নির্বাচন কবে হবে, তার কোনও ইঙ্গিত মেলেনি। এই আবহেই শুক্রবার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে সংঘ পরিবারের ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সর্বভারতীয় সম্মেলনের মঞ্চ থেকে আশার কথা শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর আশ্বাস, আগামী বছরই রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদগুলিতে নির্বাচন হবে। এবিভিপি-র অধীনে পরিচালিত চিকিৎসা ও দস্তচিকিৎসা শিক্ষার্থীদের সর্বভারতীয় মঞ্চ মেডিভিশন-এর ৯ম জাতীয় সম্মেলন শুরু হয়েছে ৯ অক্টোবর। দুদিনের এই সম্মেলন চলবে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত। উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনিই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন এবিভিপি-র রাজ্য সম্পাদক ডাঃ নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য। মেডিক্যাল ও দস্তচিকিৎসার পড়ুয়া-সহ প্রায় ৩০০ জন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন। বক্তৃতায় শুভেন্দু বলেন, রাজ্যের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দীর্ঘদিন ছাত্র সংসদ



নির্বাচন হয়নি। অথচ ছাত্র রাজনীতি থেকেই বহু রাজনৈতিক নেতা উঠে এসেছেন। পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত এবিভিপি পর্যবেক্ষকের সঙ্গে এ নিয়ে তাঁর কথা হয়েছে বলেও জানান তিনি। নিজের রাজনৈতিক জীবনের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কলেজের ভোটে ক্লাসের ফাঁকে বক্তৃতা করেই তিনি আজকের জায়গায় পৌঁছেছেন। এর পরেই এবিভিপি পর্যবেক্ষকের সঙ্গে আলোচনার উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দেন, আগামী বছর ছাত্র সংসদের নির্বাচন হলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এবিভিপি এবং রাষ্ট্রবাদীদের বন্দে মাতরম স্লোগান শোনা যাবে।





৯ অক্টোবর ১১ ২০২৬

পেজ থ্রি

নয়া জামানা

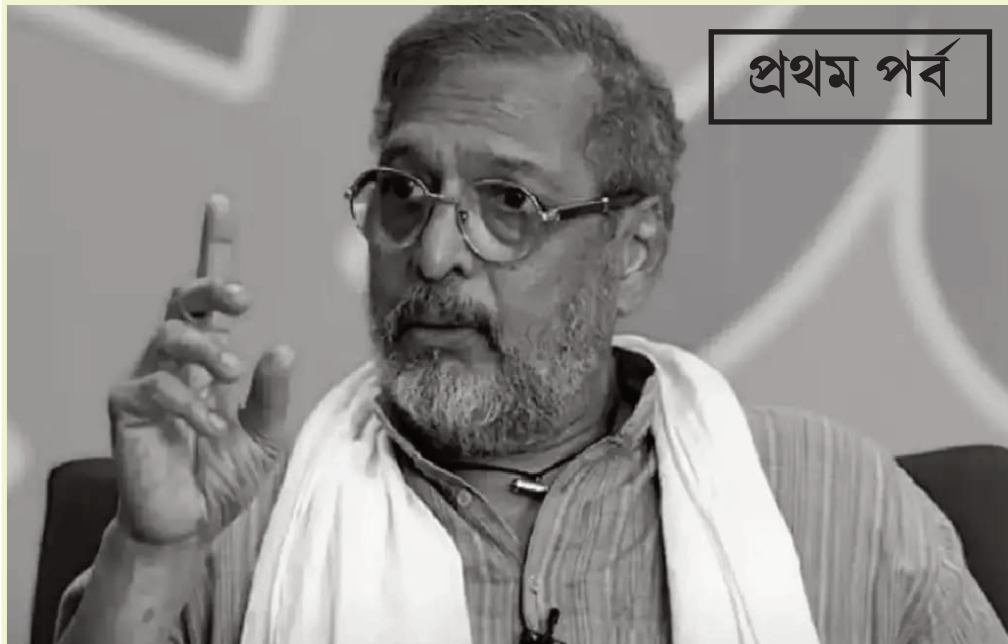
পর্দার আগুন, জীবনের মাটি

অনন্য নানা পাটেকর

সংগ্রাম, অভিনয়ের তীব্রতা, প্রতিবাদী সত্তা আর মানুষের পাশে
দাঁড়ানোর এক ব্যতিক্রমী জীবন, লিখছেন মানস দাস

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এমন কিছু অভিনেতা থাকেন যাদের পরিচয় কেবল অভিনীত চরিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না তাঁরা পর্দায় আসেন, সংলাপ বলেন, দর্শকের মনে আলোড়ন তোলেন, আবার একসময় পর্দার সীমানা পেরিয়ে হয়ে ওঠেন এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। নানা পাটেকর ছিলেন তেমনই এক শিল্পী। তাঁর কণ্ঠে ছিল আগুন, চোখে ছিল প্রতিবাদের ভাষা, অভিনয়ে ছিল অদ্ভুত এক বাস্তবতা। তিনি কখনও ক্ষুদ্র পুলিশ আধিকারিক, কখনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা সাধারণ মানুষ, কখনও ভাঙাচোরা জীবনের ভারে নুয়ে পড়া এক অসহায় চরিত্র, আবার কখনও নিখাদ হাসির উৎস। প্রতিটি ভূমিকায় তিনি যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করতেন। ২০২৬ সালের ৮ অক্টোবর ৭৫ বছর বয়সে তাঁর প্রয়াণ ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতে এক স্মরণীয় অধ্যায়ের অবসান ঘটিয়েছে। রেখে গিয়েছেন এমন এক অভিনয়-উত্তরাধিকার যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে মূল্যায়িত হবে।

১৯৫১ সালের ১ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের মুরব্দ-জঞ্জিরায় জন্ম বিশ্বনাথ গজানন পাটেকরের। পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রজগৎ তাঁকে চিনেছে নানা পাটেকর নামে। কিন্তু এই পরিচিত নামের আড়ালে যে মানুষটির বেড়ে ওঠা তার পথ মোটেই মসৃণ ছিল না। শৈশবের আর্থিক টানা পোড়েন, জীবনের অনিশ্চয়তা এবং কঠিন বাস্তবের সঙ্গে পরিচয় তাঁকে অল্প বয়সেই বুঝিয়ে দিয়েছিল, সাফল্যের পথ কখনও ফুলে বিছানো থাকে না। জীবনের অভিজ্ঞতাই যে একজন শিল্পীর সবচেয়ে বড় শিক্ষাগুরু। নানা পাটেকরের অভিনয়জীবন তার উজ্জ্বল উদাহরণ। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে ছিল শিল্পের প্রতি আকর্ষণ। মুম্বইয়ের জে জে স্কুল অব আর্টস-এ পড়াশোনা করেন তিনি। চারুকলায় শিক্ষা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে সমৃদ্ধ করেছিল। রং, রেখা, অভিব্যক্তি এবং মানুষের মুখের ভাষা সম্পর্কে তাঁর সংবেদনশীলতা পরবর্তীকালে অভিনয়ের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তবে কেবল শিক্ষাগত যোগ্যতা দিয়ে অভিনেতা নানা পাটেকরকে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাঁর শিল্পীসত্তার ভিত তৈরি হয়েছিল পর্যবেক্ষণ, অনুশীলন, মঞ্চের অভিজ্ঞতা এবং জীবনের কঠিন পাঠে। মারাঠি থিয়েটারের মঞ্চেই তাঁর অভিনয়জীবনের ভিত শক্ত হয়। মঞ্চের অভিনয়ে শরীর, কণ্ঠস্বর, অভিব্যক্তি এবং সংলাপের ছন্দকে একসঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। দর্শকের সামনে সরাসরি অভিনয়ের এই কঠিন অনুশীলন নানা পাটেকরকে তৈরি করেছিল এক শৃঙ্খলাবদ্ধ শিল্পী হিসেবে। নাটকের চরিত্রের ভিতরে প্রবেশ করা, তার মানসিক দৃষ্টান্তকে উপলব্ধি করা এবং সেই



প্রথম পর্ব

অনুভূতিকে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতা তিনি ক্রমশ আয়ত্ত করেন। তাঁর অভিনয়ের মধ্যে যে নাটকীয়তা থাকত তা কখনও নিছক কৃত্রিম হয়ে ওঠেনি বরং চরিত্রের অন্তর্গত যন্ত্রণাকে সামনে নিয়ে আসত। ১৯৭৮ সালে ‘গমন’ ছবির মাধ্যমে বড় পর্দায় তাঁর যাত্রা শুরু। সেই সময় হিন্দি চলচ্চিত্রে নায়ক হওয়ার প্রচলিত সংজ্ঞা ছিল স্পষ্ট। আকর্ষণীয় চেহারা, রোমান্টিক উপস্থিতি, নাচ-গান এবং বাণিজ্যিক ছবির পরিচিত ছক সব মিলিয়ে তৈরি হতো তারকার পরিচয়। নানা পাটেকর সেই ছকের অনুসারী ছিলেন না। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, পর্দায় মানুষের মন জয় করার জন্য শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়, প্রয়োজন অভিনয়ের সত্যতা। চরিত্রের ভিতরে প্রবেশ করে তার ভয়, ক্রোধ, অসহায়তা, অহংকার কিংবা ভালোবাসাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলাই তাঁর শক্তি। মীরা নায়ারের ‘সালাম বম্বে!’ তাঁকে আন্তর্জাতিক দর্শকের কাছে পরিচিত করে তোলে। শহরের প্রান্তিক জীবন, দারিদ্র্য এবং বেঁচে থাকার নির্মম সংগ্রামকে ঘিরে নির্মিত ছবিটি ভারতীয় চলচ্চিত্রের বাস্তববাদী ধারায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। এরপর বিধু বিনোদ চোপড়ার ‘পরিপদা’ নানা পাটেকরের অভিনয় প্রতিভাকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। অপরাধজগতের অন্ধকার, হিংসা এবং মানুষের মনস্তত্ত্বের জটিলতা নিয়ে তৈরি এই ছবিতে তাঁর অভিনয় ছিল তীব্র ও স্মরণীয়। এই ছবির জন্য তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা পার্শ্ব অভিনেতার সম্মান পান। তাঁর অভিনয়ের স্বীকৃতি শুধু পুরস্কারের তালিকায় সীমাবদ্ধ থাকেনি, চলচ্চিত্র

সমালোচক এবং দর্শক উভয়ের কাছেই তিনি হয়ে ওঠেন এক নির্ভরযোগ্য, শক্তিশালী অভিনেতা। ১৯৯৪ সালের ‘ক্রান্তিবীর’ তাঁর অভিনয়জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। ছবিতে তাঁর অভিনীত চরিত্র অন্যায়ে বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সামাজিক ক্ষোভ এবং ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষাকে একত্র করেছিল। তাঁর সংলাপ বলার ধরন, কণ্ঠের ওঠানামা এবং চোখের ভাষা দর্শককে চরিত্রটির সঙ্গে একাত্ম করে তুলেছিল। এই ছবির জন্য তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা অভিনেতার সম্মান অর্জন করেন। পর্দায় তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ যেন সেই সময়ের বহু মানুষের জমে থাকা ক্ষোভের প্রকাশ হয়ে উঠেছিল। তবে নানা পাটেকরের অভিনয়ের বিশেষত্ব ছিল তিনি শুধু চিত্রকার করে প্রতিবাদ করতেন না, চরিত্রের ভিতরে থাকা দ্বিধা, দুর্বলতা এবং মানবিকতাকেও জায়গা দিতেন। ‘অগ্নিসাক্ষী’, ‘খামোশি’ দ্য মিউজিক্যাল’, ‘গুলাম-এ-মুস্তাফা’, ‘শশওয়ন্ত’ এবং ‘অব তক ছাঙ্গন’-এর মতো ছবিতে তিনি বারবার নিজের অভিনয়ক্ষমতার নতুন দিক তুলে ধরেছেন। ‘খামোশি’তে তাঁর অভিনয় ছিল আবেগনির্ভর এবং সংযত। অন্যদিকে ‘অব তক ছাঙ্গন’-এ পুলিশের এনকাউন্টার স্পেশালিস্টের চরিত্রে তিনি তুলে ধরেছিলেন এক কঠোর, জটিল এবং নৈতিক দ্বন্দ্ব জর্জরিত মানুষকে। চরিত্রটি কেবল একজন পুলিশ আধিকারিকের গল্প ছিল না, তার মধ্যে ছিল অপরাধ, আইন, কর্তব্য এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সংঘাত। নানা পাটেকর সেই জটিলতাকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন যে দর্শক একই সঙ্গে চরিত্রটির শক্তি এবং

সীমাবদ্ধতা অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাঁর অভিনয়জীবনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, গুরুগম্ভীর চরিত্রে সাফল্য পেয়েও তিনি নিজেকে একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে আটকে রাখেননি। অনীস বাজমির ‘ওয়েলকাম’ ছবিতে উদয় শেঠির ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দর্শককে একেবারে অন্য স্বাদের আনন্দ দিয়েছে। অপরাধজগতের সঙ্গে যুক্ত এক চরিত্র অথচ তার মধ্যে রয়েছে বন্ধুত্ব, আবেগ, সরলতা এবং হাস্যরসের অদ্ভুত মিশেল। তাঁর সংলাপের ছন্দ, মুখের অভিব্যক্তি এবং পরিস্থিতি সামলানোর ভঙ্গি ছবিটিকে জনপ্রিয় করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। যে অভিনেতা ‘ক্রান্তিবীর’-এ প্রতিবাদের আগুন জ্বালাতে পারেন, তিনিই আবার ‘ওয়েলকাম’-এ দর্শককে হাসির ফোয়ারায় ভাসাতে পারেন এই বৈচিত্র্যই তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে। মারাঠি চলচ্চিত্রেও নানা পাটেকরের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২০১৬ সালের ‘নটসম্বাট’ ছবিতে আগ্নেসাহেব বেলভালকরের চরিত্রে তাঁর অভিনয় ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম স্মরণীয় অভিনয় হিসেবে বিবেচিত হয়। জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়ানো এক নাট্যশিল্পীর অহংকার, আত্মসম্মান, পারিবারিক টানা পোড়েন এবং নিঃসঙ্গতার বেদনাকে তিনি গভীর সংবেদনশীলতায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন। চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছিল শিল্পীর জীবনের এক চিরন্তন প্রশ্ন যে মানুষ সারা জীবন অন্যকে আনন্দ দেয়, জীবনের শেষ অধ্যায়ে তার পাশে কে থাকে? এই প্রশ্ন শুধু একজন অভিনেতার নয়, সমাজের কাছে নিজের সমস্ত সত্তা উজাড়

করে দেওয়া অসংখ্য মানুষেরও। অভিনয়ের স্বীকৃতি হিসেবে নানা পাটেকর তিনটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সম্মান পেয়েছেন। হিন্দি ও মারাঠি চলচ্চিত্রে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৩ সালে তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করে ভারত সরকার। কিন্তু পুরস্কার, খ্যাতি কিংবা তারকাখ্যাতির বাইরেও তাঁর পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা। মহারাষ্ট্রের কৃষকদের দুর্দশা, খরা, ঋণের বোঝা এবং কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা তাঁকে গভীরভাবে বিচলিত করেছিল। ২০১৫ সালে অভিনেতা মকরন্দ আনাসপুরের সঙ্গে তিনি গড়ে তোলেন ‘নাম ফাউন্ডেশন’। এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল সংকটে পড়া কৃষক পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানো এবং গ্রামীণ জীবনের সমস্যা মোকাবিলায় সহায়তা করা। অর্থ সাহায্যের পাশাপাশি জলসংকট মোকাবিলা, কৃষিনির্ভর পরিবারের পুনর্বাসন এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর নানা উদ্যোগের সঙ্গে এই সংস্থা যুক্ত হয়। নানা পাটেকরের কাছে সমাজসেবা ছিল না কেবল প্রচারের বিষয়, বরং জীবনের বাস্তব সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে কিছু করার চেষ্টা। তারকা হওয়ার অর্থ যে শুধু বিলাসিতা, দামি গাড়ি কিংবা আলো বলমলে জীবন নয়, নানা পাটেকরের জীবনযাপন তারও একটি উদাহরণ। পুণের খামারবাড়িতে কৃষিকাজ, প্রকৃতির সঙ্গে সময় কাটানো এবং সাধারণ জীবনযাপনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বারবার আলোচনায় এসেছে। চলচ্চিত্রের সাফল্যের শীর্ষে থেকেও তিনি গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। এই দিকটি তাঁর ব্যক্তিত্বকে অন্য মাত্রা দেয়। যিনি পর্দায় মানুষের ক্রোধকে ভাষা দিয়েছেন, তিনিই বাস্তব জীবনে কৃষকের দুঃখের দিকে তাকিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন এই দুই পরিচয়ের মধ্যে রয়েছে মানবিকতার একটি যোগসূত্র। নানা পাটেকরের ব্যক্তিত্ব অবশ্য একরৈখিক ছিল না। তিনি ছিলেন স্পষ্টবক্তা, অনেক সময় রুষ্ট এবং আপসহীন। নিজের মতামত প্রকাশে দ্বিধা করতেন না। তাঁর এই স্বভাব কখনও প্রশংসা পেয়েছে, কখনও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ২০১৮ সালে ‘মি টু’ আন্দোলনের সময় তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠে যা তিনি অস্বীকার করেছিলেন। একজন শিল্পীর জীবনকে মূল্যায়ন করতে গেলে তাঁর সাফল্য ও অবদানের পাশাপাশি বিতর্কগুলিকেও তথ্যনিষ্ঠভাবে স্মরণ করা জরুরি। কারণ কোনও মানুষের জীবনই একমাত্রিক নয়, আর শিল্পীর উত্তরাধিকারও কেবল প্রশংসার আলোয় বিচার করলে তার পূর্ণ ছবি পাওয়া যায় না। নানা পাটেকরের অভিনয়ের অন্যতম শক্তি ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর।



৯ অক্টোবর ১১ ২০২৬

গঙ্গাপাড়ের গল্প

নয়া জামানা

পুজোর আগে পুরকর্মীদের বকেয়া মেটানোর নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

দেবীর আগমনে সেজে উঠেছে বাংলার অলিগলি। শনি ভোর ৩টে থেকে শুরু তর্পণ! তারপরই দেবীপক্ষ। তার আগে রাজ্যবাসীর নিরাপত্তা, রাস্তার হাল, পুরকর্মীদের বেতন। সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিক-সহ রাজ্যের সমস্ত পুরসভাগুলির সঙ্গে ভার্সুয়ালি মাধ্যমে বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে নির্দেশ দিলেন রাজ্যের পুরকর্মীদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়ার। পুজোর দিনে চালাতে হবে বিশেষ সাফাই অভিযান। নিরাপত্তায় যাতে কোনও খামতি না থাকে সেই নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। আগামিকাল পুলিশের ১১২ নম্বর শুরু হবে। বিপদে মুহুর্তে পৌঁছে যাবে পুলিশ। জানালেন সেই কথা। মুখ্যমন্ত্রী

বলেন, তদর্শনার্থীদের যাতে কোনও সমস্যা নয় না, সেই জন্যে রাস্তা মেরামত করা হয়েছে। আগামি কয়েকদিনের মধ্যে জেলাস্তরের বাকি কাজগুলোও হয়ে যাবে। আগামিকাল তর্পণের ঘাটগুলিতে ডুবুরি মোতায়েন থেকে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা সবটাই করার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তত্ত্বাবধানে ৩টে থেকে তর্পণ শুরু হবে। কানও দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে সেই জন্যে প্রয়োজনীয় আলোর ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। কোস্টাল পুলিশ, ডুবুরি মোতায়েন করার কথাও বলা হয়েছে। দ সার্বিক নিরাপত্তার পাশাপাশি মা দুর্গার আগমনে শহর ও শহরতলি সাজিয়ে তোলার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকার ও ডেভেলপমেন্ট অথরিটিগুলো সেই ব্যবস্থা

তো করবেই। পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলিকেও তাঁদের নিজেদের এলাকা সাজিয়ে তোলার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পুজোয় কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েও আলাচনা হয়েছে বৈঠকে। পুলিশ, দমকল, পুরসভা সংযোগ রেখে কাজ করবে। পাশাপাশি পুজোর সময় রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে যাতে পর্যাপ্ত চিকিৎসক থাকেন সেই দিকটি দেখার কথা বলেছেন। আগামিকাল ইডেনে মহাসমারহে দুর্গাপুজোর সূচনা হবে। অনুষ্ঠান রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছে, বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ রোড রোড থেকে ছোট শোভাযাত্রা করে ইডেনে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী ও গোটা মন্ত্রিসভা। ৪টে ৪৫ মিনিটে রাজ্যপালের উপস্থিতিতে উদ্বোধন হবে অনুষ্ঠানের। রাত ৯টা পর্যন্ত সেই অনুষ্ঠান চলবে।



সত্তরের দশকে সীমান্ত পেরোনো সবাইকে কি বাংলাদেশে ফেরানো সম্ভব?

প্রশ্ন হাই কোর্টের

নাগরিকত্ব নিয়ে সন্দেহ হলেই কাউকে দীর্ঘদিন আটকে রেখে দেশ থেকে বহিষ্কার করা যায় কি না, সেই প্রশ্নই এ বার সামনে আনল কলকাতা হাই কোর্ট। বাংলাদেশি সন্দেহে মুর্শিদাবাদের এক বাসিন্দাকে প্রায় দু'মাস আটক রাখার মামলায় বৃহস্পতিবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের পর্যবেক্ষণ, সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের নাগরিকত্ব যাচাইয়ের ক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতিও বিবেচনায় রাখতে হবে। আদালতে বিচারপতির প্রশ্ন, ফ্লসত্তরের দশকে যাঁরা সীমান্ত পেরিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের সবাইকে কি ফেরত পাঠানো সম্ভব?

সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে গিয়ে দেখুন, এটা আদৌ সম্ভব কি না। মুর্শিদাবাদের রানিনগরের বাসিন্দা শেখ সহিদুল ইসলামকে গত ১৩ অগস্ট বাংলাদেশি সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়। পরিবারের দাবি, ভোটার তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে। এসআইআর প্রক্রিয়াতেও তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে আদালতে জানানো হয়। তা সত্ত্বেও তাঁকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হয়। পরে ২৮ সেপ্টেম্বর তাঁকে ভারত থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করেই হাই



কোর্টে মামলা করেন সহিদুল। শুনানিতে তাঁর দীর্ঘ সময় আটক থাকার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত। বিচারপতি স্পষ্ট করে দেন, যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া না মেনে কাউকে আটকে রাখা যায় না। তাঁর বক্তব্য, ক্ষমতাস্বাধীন আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে কী ভাবে কাউকে আটক রাখা যায়? ফ্লসত্তরের দশকে জেনারেল রাজদীপ মজুমদার জানান, সহিদুল জাল নথির সাহায্যে প্যান ও আধার কার্ড তৈরি করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সেই কারণেই তাঁকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে আদালতে জানানো হয়। তবে এ দিন মামলার মূল বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি আদালত। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানান, এই বেঞ্চের

মামলাটি শোনার এক্সিয়ার নেই। একই সঙ্গে ২৮ সেপ্টেম্বরের বহিষ্কারের নির্দেশ পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে। মামলাটি আগামী ১৪ অক্টোবর বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের বেঞ্চে পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এই মামলায় তাই আপাতত মূল প্রশ্নটি নাগরিকত্বের দাবির সত্যতা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। বরং কাউকে 'সন্দেহভাজন' হিসেবে চিহ্নিত করার পরে তাঁকে কত দিন এবং কোন আইনি প্রক্রিয়ায় আটক রাখা যাবে, সেই প্রশ্নটিই সামনে এসেছে। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে দীর্ঘদিনের বসবাস, ভোটার তালিকায় নাম এবং পরিচয়পত্রের মতো নথির সঙ্গে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের আইনি প্রক্রিয়ার সম্পর্কও পরবর্তী শুনানিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

মহুয়ার বিরুদ্ধে ১০ কোটির মানহানির নোটিস মনোজের

তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে ১০ কোটি টাকার মানহানির ক্ষতিপূরণ দাবি করে আইনি নোটিস পাঠালেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল। প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে মহুয়া 'ভোট চোর' বলে কটাক্ষ করেন। 'সব রকম বেআইনি কাজ' করার অভিযোগ তোলেন। পাশাপাশি, 'ইন্ডিয়া ইজ কামিং ফর ইউ নেক্সট' এবং 'বাঁচতে পারবেন না', মন্তব্য করা হয়েছে বলে নোটিসে দাবি করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ বৈধ বাঙালি ভোটারকে বেআইনি ভাবে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য মুখ্যসচিবকে দায়ী করা হয়েছে বলেও অভিযোগ।

মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালের পক্ষ আইনজীবী রচিরা মামা চিঠি পাঠিয়েছেন মহুয়াকে। চিঠিতে বলা হয়েছে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পোস্ট দু'টি মুছে ফেলতে হবে। নিঃশর্তভাবে অভিযোগ প্রত্যাহার, প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের মন্তব্য না করার লিখিত অঙ্গীকারও



চাওয়া হয়েছে। দাবি পূরণ না হলে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনি পদক্ষেপের ইশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি।

ভোটারকে বেআইনি ভাবে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য মুখ্যসচিব মনোজকুমার আগরওয়ালকে দায়ী করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। নোটিসে মনোজের বক্তব্য, ওই পোস্টগুলি তাঁর ব্যক্তিগত সত্যতা। পেশাগত

নিষ্ঠা, সরকারি দায়িত্ব পালনের নিরপেক্ষতা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছে। মনোজের দাবি, তিনি কখনও ভোট চুরি, ভোটার তালিকায় কারচুপি কিংবা বেআইনিভাবে কোনও ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার কাজে যুক্ত ছিলেন না। তৎকালীন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক হিসাবে তিনি নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ ও নির্ধারিত আইনি কাঠামোর মধ্যেই দায়িত্ব পালন করেছেন।

এ বার বেলুড় মঠের দুর্গাপুজোয় নজর অষ্টমীতে

বেলুড় মঠের দুর্গাপুজোর অন্যতম আকর্ষণ কুমারীপুজো ও সন্ধিপুজো। এ বার সেই দুই আচার ঘিরে অষ্টমীর দিন বিশেষ প্রস্তুতি থাকছে। মঠ কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার ১৬ থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত দুর্গাপুজোর বিস্তারিত সময়সূচি প্রকাশ করেছে। একই সঙ্গে উঠেছে। এতকাল পুজোর সময় যেন 'দুরোরানি'র মতো থাকত পার্ক স্ট্রিট। সপ্তমী থেকে দশমী শুশান থাকত তিলোত্তমার এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। এবার প্রথমবার অ্যালেন পার্কে পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। উদ্যোক্তা সনাতনী সংঘ। সেখানে জোরকদমে চলছে পুজো প্রস্তুতি।

সকাল ৫টা ৪০ মিনিটে পুজো শুরু হওয়ার পরে সকাল ৯টায় কুমারীপুজো। তার পর সকাল ১০টা ২৮ মিনিট থেকে ১১টা ১৬ মিনিট পর্যন্ত সন্ধিপুজো। বেলুড় মঠে এই দুই অনুষ্ঠান দেখতে প্রতি বছরই বিপুল সংখ্যক ভক্তের সমাগম হয়। তাই এ বারও অষ্টমীর সময়সূচিকে অক্টোবর নবমীর পুজোও শুরু হবে ভোর ৫টা ৪০ মিনিটে। ভোগারতির পরে হোম হবে। সপ্তমী থেকে নবমী; তিন দিনই সকাল থেকেই বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলবে। ২০ অক্টোবর নয়, ২১ অক্টোবর দশমী। ওই দিন সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে দশমীবিহিত

পুজো শুরু। সকাল ৮টা ৩০ মিনিটের মধ্যে দর্পণ বিসর্জনের কাজ শেষ করার কথা। সন্ধ্যারতির পরে প্রতিমা নিরঞ্জন ও শান্তিজল প্রদান হবে। পুজোর দিনগুলিতে ভক্তদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থাও থাকছে। প্রতিদিন দুপুর ১২টায় মা সারদা সদারত ভবন থেকে প্রসাদ দেওয়া হবে। ১৮, ১৯ ও ২০ অক্টোবর মধ্যাহ্ন ভোগারতির পরে পুষ্পাঞ্জলির সুযোগ থাকবে। মঠ কর্তৃপক্ষ ভক্তদের পুষ্প ও বিশ্বপ্রসাদে নিয়ে আসতে বলেছে। মঠের বক্তব্য, ফ্লসত্তরের দশকে যাঁরা সীমান্ত পেরিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের সবাইকে কি ফেরত পাঠানো সম্ভব? সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে গিয়ে দেখুন, এটা আদৌ সম্ভব কি না। মুর্শিদাবাদের রানিনগরের বাসিন্দা শেখ সহিদুল ইসলামকে গত ১৩ অগস্ট বাংলাদেশি সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়। পরিবারের দাবি, ভোটার তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে। এসআইআর প্রক্রিয়াতেও তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে আদালতে জানানো হয়। তা সত্ত্বেও তাঁকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হয়। পরে ২৮ সেপ্টেম্বর তাঁকে ভারত থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করেই হাই

আলপনায় সাজল পার্ক সার্কাস

মহালয়ার আগে নতুন রূপে সাজল পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট। রাস্তা জুড়ে দেওয়া হল বিশাল আলপনা দেওয়া হয়েছে। লাল-সাদা রঙের ছোঁয়ায় যেন অন্যরকম রূপ পেয়েছে কলকাতার ব্যস্ততম রাস্তা। সোশাল মিডিয়ায় ছবি ও ভিডিও শেয়ার করেছেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা আর্জি, অর্থাৎ সেভেন পয়েন্ট দিয়ে যাবেন, তাঁরা এই আলপনা দেখে যাবেন। যেভাবে পাশে আছেন, সেভাবেই রাজ্য সরকারের পাশে থাকবেন দ পুজোর কথা মাথায় রেখে কলকাতার সৌন্দর্য্যানে দেওয়া হয়েছে বিশেষ জোর। ইতিমধ্যেই প্রিন্সিপ ঘাট থেকে

সাদা-লাল রঙে আলপনা করা হয়। সেভেন পয়েন্ট কানেক্টরে আজ অবধি এত বড় আলপনা কেউ করেননি। অগ্নিমিত্রার আর্জি, অর্থাৎ সেভেন পয়েন্ট দিয়ে যাবেন, তাঁরা এই আলপনা দেখে যাবেন। যেভাবে পাশে আছেন, সেভাবেই রাজ্য সরকারের পাশে থাকবেন দ পুজোর কথা মাথায় রেখে কলকাতার সৌন্দর্য্যানে দেওয়া হয়েছে বিশেষ জোর। ইতিমধ্যেই প্রিন্সিপ ঘাট থেকে

রেড রোডও সাজানো হয়েছে। পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্কও এবার পুজোয় একেবারে নতুন রূপে সেজে উঠেছে। এতকাল পুজোর সময় যেন 'দুরোরানি'র মতো থাকত পার্ক স্ট্রিট। সপ্তমী থেকে দশমী শুশান থাকত তিলোত্তমার এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। এবার প্রথমবার অ্যালেন পার্কে পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। উদ্যোক্তা সনাতনী সংঘ। সেখানে জোরকদমে চলছে পুজো প্রস্তুতি।



সম্পাদকীয়

৯ অক্টোবর ২০২৬ ১১ শুক্রবার

স্মিতকে সাহসিকতার
সম্মান

আকাশপথে কয়েক মুহূর্তের বিপদ কখনও কখনও বদলে দিতে পারে শতাধিক মানুষের জীবন। কয়েক সেকেন্ডের সিদ্ধান্ত, অসীম সাহস আর মৃত্যুর মুখেও দায়িত্ব থেকে পিছিয়ে না আসার মানসিকতা এই তিনের সম্মিলিত শক্তিই সেদিন ১৮০ জন যাত্রীর কাছে হয়ে উঠেছিল জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী ব্যবধান। ফ্লাইদুবাইয়ের ভারতীয় ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছরের বীরত্বের কাহিনি তাই কেবল একজন পাইলটের সাহসিকতার গল্প নয়, এটি মানবিক দায়িত্ববোধ, আত্মত্যাগ এবং সংকটের মুহূর্তে কর্তব্যনিষ্ঠার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। মাঝ আকাশে রক্তাক্ত অবস্থাতেও যেভাবে তিনি বিপদের মোকাবিলা করেছেন তা নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধার দাবি রাখে। তাঁর এই অসামান্য সাহসিকতাকে স্বীকৃতি জানাতে ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হেরজগ ‘প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড ফর সিভিলিয়ান হিরোয়িজম’ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। এই সম্মান শুধু একজন ভারতীয় পাইলটের ব্যক্তিগত বীরত্বের স্বীকৃতি নয়, বিপদের মুখে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অদম্য মানসিকতারও মর্যাদাপ্রদান। ঘটনাটি ঘটে গত ৩০ সেপ্টেম্বর দুবাই থেকে তেল আভিভগামী একটি বিমানে। যাত্রী ও ক্রু মিলিয়ে বিমানে ছিলেন ১৮০ জন অভিযোগ, উড্ডয়নের পর কো-পাইলট হামাম আল-হাম্মামি আচমকাই বিমানটিকে সৌদি আরবের দিকে ঘুরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে তাঁকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন ক্যাপ্টেন স্মিত। আর সেই মুহূর্তেই পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। অভিযোগ অনুযায়ী, ককপিটে থাকা ছুরি দিয়ে স্মিতের উপর হামলা চালান কো-পাইলট। গুরুতর আহত হন ভারতীয় পাইলট। রক্তাক্ত অবস্থাতেও অবশ্য কর্তব্য থেকে সরে দাঁড়াননি তিনি।

বিমানের নিয়ন্ত্রণ ও যাত্রীদের নিরাপত্তার প্রশ্নে তাঁর ভূমিকা হয়ে ওঠে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শেষ পর্যন্ত ককপিটের দরজা খুলতে সক্ষম হন স্মিত। এরপর কয়েকজন যাত্রী দ্রুত ভিতরে ঢুকে অভিযুক্ত কো-পাইলটকে কাবু করে বেঁধে ফেলেন। কেউ বিপদের সংকেত দেন, কেউ আহত পাইলটকে চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করেন আবার কেউ হামলাকারীকে আটকে রাখতে এগিয়ে আসেন। ভয় ও অনিশ্চয়তার সেই মুহূর্তে যাত্রীদের এই সম্মিলিত প্রতিরোধ ও প্রশংসার গাথো।

এই ঘটনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য আবারও সামনে এসেছে বিপদের সময়ে মানুষের পরিচয়, জাতীয়তা কিংবা ভৌগোলিক সীমারেখার চেয়ে বড় হয়ে ওঠে মানবিক দায়িত্ব। একজন ভারতীয় পাইলট, বিভিন্ন দেশের যাত্রী এবং সম্মিলিতভাবে বিপদের মোকাবিলা করার প্রচেষ্টা এই ঘটনাকে আন্তর্জাতিক মানবিক সংহতির এক তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত করে তুলেছে। সাহস কখনও একা জন্ম নেয় না, একজনের দৃঢ়তা অন্যদেরও এগিয়ে আসার শক্তি জোগায়। স্মিতের ভূমিকা এবং যাত্রীদের প্রতিরোধ সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়। ঘটনায় সাহসিকতার পরিচয় দেওয়া ছয়জনকে সম্মান জানাতে জেরুজালেমে প্রেসিডেন্টের বাসভবনে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রেসিডেন্ট হেরজগ তাঁদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন। সম্মানিতদের মধ্যে রয়েছেন তালি ম্যানেনস, জভিকা ম্যানেনস, ইয়ানিভ হায়ুন, ডক্টর শোটা মুসায়োভ এবং আসাফ রাজ্জান। অন্যদিকে, গুরুতর আহত স্মিত সংযুক্ত আরব আমিরশাহির একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁকেও প্রেসিডেন্টের বাসভবনে আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্মানিত করা হবে বলে জানানো হয়েছে। স্মিতের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে প্রেসিডেন্ট হেরজগ বলেন, চরম মুহূর্তে তাঁরা পিছিয়ে যাননি, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা। সন্ত্রাসবাদ ও হিংসার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং ঐক্য কতটা জরুরি। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের হামলার পর নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অন্যদের প্রাণ বাঁচানো ব্যক্তিদের সম্মান জানাতে এই সাহসিকতার পুরস্কার চালু করেন ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট।

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

মহিষাসুরমর্দিনী

সুর ও ভাবাবেগের অন্তরালে
এক অচেনা ইতিবৃত্ত

সুনীল মাইতি

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক



আশ্বিনের শারদপ্রাতে মহালয়ার ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গুরুগম্ভীর চণ্ডীপাঠ ও পঞ্চজ কুমার মল্লিকের আবাহনী সুরের মূর্ছনায় সমৃদ্ধ ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ বাঙালির হৃদয়স্পন্দনের সঙ্গে সমার্থক। এই সুর ও বাণী আবহমান বাঙালি মানসে এতটাই চিরন্তন যে; রেডিওর এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি প্রতি বছর আমাদের কাছে এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক শিহরণ ও উৎসবের আগমনী বার্তা নিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু সুরের আবেশ; ভক্তি ও স্মৃতিকাতরতার মহাসমুদ্র ভেদ করে পেছনের ইতিহাসে নজর দিলে দেখা যাবে; কেবল অলৌকিকত্ব নয়; বরং চরম মানবিক নিষ্ঠা, কারিগরি প্রতিকূলতা, অদ্ভুত সব কাকতালীয় ঘটনা, প্রথাভঙ্গার বৈপ্লবিক সাহসিকতা এবং তদানীন্তন সামাজিক সংঘাতের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল এই অমর বেতার-আলেখ্য। আজ বহু দশক পেরিয়েও যার নেপথ্য ইতিহাসের অনেক অলিগলি সাধারণ শ্রোতার কাছে আজও অচেনা এবং অজানা। ১৯৩১ সালে (মতান্তরে ১৯৩২) যখন অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্র (তৎকালীন নাম ‘ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন’) থেকে এই অনুষ্ঠান প্রথম সম্প্রচারিত হয়, তখন এর নাম ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ ছিল না। সূচনাপর্বে এটি প্রচারিত হতো ‘বসন্তেশ্বরী’ নামে, পরবর্তীতে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কখনো ‘মহিষাসুরবধ’ বা ‘শারদীয় বন্দনা’ নামেও তা আত্মপ্রকাশ করে। তৎকালীন সময়ে অল ইন্ডিয়া রেডিওর অন্যতম নীতি-নিয়ামক ও প্রথম ভারতীয় স্টেশন ডিরেক্টর নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রখ্যাত সুরসাধক পঞ্চজ কুমার মল্লিক এবং সর্বশক্তিমান কথক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র; এই ত্রিমূর্তির যৌথ মস্তিষ্কপ্রসূত ফসল ছিল এই মহাকাব্যিক রূপক গীতিনাট্য। তবে এর ভাষা ও সংস্কৃত স্তোত্র বিন্যাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি নিয়েছিলেন নিঃশব্দ সাহিত্যসাধক বাণীকুমার (প্রবর্তক বাণীকুমার রায়)। বাণী কুমারের সুগভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিই চণ্ডীর শ্লোকগুলোকে এক অনন্য নাট্য-সুরে বাঁধার মূল ভিত রচনা করেছিল। আজকের যুগে ডিজিটাল প্রযুক্তি; আধুনিক সাউন্ড



ট্র্যাক বা অগ্রিম রেকর্ডিং ব্যবস্থার যে অভূতপূর্ব সুবিধা আমরা পাই, ১৯৩০ বা ৪০ এর দশকে তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হতো সম্পূর্ণ ‘লাইভ’ বা প্রক্ষেপে প্রত্যক্ষ সম্প্রচার হিসেবে। মহালয়ার ভোরে সরাসরি প্রচারের আগে যে ধরনের কুচ্ছসাধন ও অনুশাসন পালিত হতো, তা ছিল রূপকথার মতো। লালবাজারের কাছে ১, গারস্টিন প্লেন্সের ঐতিহাসিক স্টুডিওতে রাত দুটোর মধ্যেই সমবেত হতেন কলাকুশলীরা। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বংশগতভাবে ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তিনি ছিলেন কায়স্থ। উনবিংশ এবং বিংশ শতকের সন্ধিক্ষেপে দাঁড়িয়ে এক অ-ব্রাহ্মণ যুবকের কণ্ঠে পরিব্র বেদ ও চণ্ডীর শ্লোক উচ্চারিত হবে, তা নিয়ে তৎকালীন উত্তর কলকাতার গৌড়া সনাতনপন্থী সমাজ এবং রক্ষণশীল পন্ডিতদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও বিতর্কের বাড়ি উঠেছিল। সামাজিক বরকট ও উড়ো চিঠির হুমকি পর্যন্ত এসে পৌঁছায়। কিন্তু বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের নিষ্ঠা এবং আত্মনিবেদন ছিল সমস্ত সামাজিক অন্ধতার চেয়ে অনেক ওপরে। মহালয়ার আগের দিন রাতে তিনি সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার করতেন এবং ভোররাতে গঙ্গাস্নান সেরে, পরনে সাদা ধুতি এবং চাদর জড়িয়ে, খালি পায়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে স্টুডিওতে প্রবেশ করতেন। তাঁর সেই নিভে যাওয়া অহংকার, ভক্তিভরা অশ্রুসজল কণ্ঠ এবং শ্লোকপাথের ঈশ্বরীয় গম্ভীরতা নিমেষের মধ্যে স্তব্ধ করে দিয়েছিল তদানীন্তন সমস্ত সামাজিক কুসংস্কারকে। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গীত আয়োজন এবং অর্কেস্ট্রেশনের সঙ্গে ইতিহাসও সমান রোমাঞ্চকর ও উদ্ভাবনী। পঞ্চজকুমার মল্লিক যখন এই গীতিনাট্যের সুর ও সংযোজনা করেন, তখন তাতে একদিকে যেমন ছিল ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ভৈরব, ভৈরবী ও রামকেলির গম্ভীর প্রভাব, তেমনিই তিনি প্রয়োগ করেছিলেন ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল

অর্কেস্ট্রার বিচিত্র কালার ও কাউন্টার-পয়েন্ট। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মন্ত্রমুগ্ধকর চণ্ডীপাঠের পটভূমিতে যে স্বরলিপি সঞ্চারণ হতো, তার পেছনে ছিলেন তৎকালীন ভিআইপি স্তরের প্রখ্যাত সব যন্ত্র শিল্পী, যেমন বেহালায় শ্রী চৌধুরী, সেতারে এনায়েত খাঁ এবং সারেসীতে ওস্তাদ সাবরি খাঁ। পঞ্চজ মল্লিক স্বয়ং তবলা, পিয়ানো, সেতার, বেহালা ও হারমোনিয়ামের এমন এক ঐকতান তৈরি করেছিলেন, যা ছিল ভারতীয় বেতারের ইতিহাসে প্রথম এক পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীতালেখ্য বা ‘ক্যান্টাটা-র সমতুল্য। মজার বিষয় হলো; সেই যুগে একাধিক ট্র্যাকের সুবিধা না থাকার প্রায় ৮০ থেকে ৯০ জন গায়ক-গায়িকা ও যন্ত্রশিল্পী একসাথে একটাই কিংবা দুটো বুলন্ত কার্বন মাইকের চতুর্দিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করতেন। কোনো একজন শিল্পীর ছোট একটি সুরচ্যুতি বা ভুলের অর্থ পুরো অনুষ্ঠান পণ্ড হয়ে যাওয়া। এই অবিশ্বাস্য শৃংখলার ওপর ভর করেই বছরের পর বছর ধরে নিখুঁত লাইভ সম্প্রচার চালিয়ে গেছেন তাঁরা। ইতিহাসের সবচেয়ে নাটকীয় ও চাঞ্চল্যকর মোড় আসে ১৯৭৬ সালের জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপটে। তৎকালীন অল ইন্ডিয়া রেডিওর উচ্চ পদস্থ কর্তৃপক্ষ এবং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রকেরা মনে করেছিলেন; চার দশক ধরে চলা এই পুরানো অনুষ্ঠানটি বোধ হয় তার আধুনিক আবেদন হারিয়েছে। ফলে মহালয়ার ভোরে আধুনিকতার ছোঁয়া আনতে এবং নতুনত্ব দিতে একটি বিশেষ বিকল্প প্রয়োজনা তৈরি করা হয়; যার নাম দেওয়া হয়েছিল ‘দেবী দুর্গা’। সবচেয়ে বড় বিস্ময় ছিল; সেখানে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের স্থান দখল করেছিলেন তৎকালীন সেলুলয়েডের মহানায়ক উত্তম কুমার! হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুর সংযোজনা এবং উত্তম কুমারের উদাত্ত কণ্ঠে সেই অনুষ্ঠান মহালয়ার ভোরে সম্প্রচারিত হওয়া মাত্রই সমগ্র বাংলায় এক

অভূতপূর্ব গন-বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। রেডিও স্টেশন ভবনের সামনে হাজার হাজার ক্ষুব্ধ নাগরিক জমা হন; টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অচল হয়ে পড়ে। বাঙালি তাদের প্রিয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও পঞ্চজ মল্লিক এর সেই ঐতিহ্যবাহী কণ্ঠ ছাড়া অন্য কোনো কিছু গ্রহণ করতে কঠোর ভাবে প্রত্যাখ্যান করে। পরিস্থিতি এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছায় যে; আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ ক্ষমাপ্রার্থনা করতে বাধ্য হয় এবং দুর্গা স্টার ভোরে পুনরায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠের সেই চিরন্তন ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ সম্প্রচার করে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ১৯৬৬ সালে প্রথমবার এই অনুষ্ঠানটিকে টেপ রেকর্ডারের স্থায়ী স্পুল টেপে রেকর্ড করা হয়; যা আজও প্রতিবছর মহালয়ার ভোরে আকাশবাণীর সমস্ত কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত হয়ে আসছে। সময়ের নিয়মে ১; গারস্টিন প্লেন্সের সেই ঐতিহাসিক স্টুডিও আজ আর নেই; রেডিওর যুগ বদলে এসেছে এফএম ও ডিজিটাল পডকাস্টের আধুনিকতায়; কিন্তু ‘মহিষাসুরমর্দিনী’র সার্বজনীন আবেদন একচুলও কমেনি। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠ কেবল কোনো ধর্মীয় স্তোত্রপাঠ নয়; তা আবহমান বাঙালির সংজ্ঞা বিহীন এক আত্মিক অনুভূতি। জাতপাতের বেড়া জাল এবং কুসংস্কারকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এক অ-ব্রাহ্মণের কণ্ঠে যে দেবীর আরতি শুরু হয়েছিল; তা প্রমাণ করে শিল্পীর গম্ভীরতা এবং আবেগের কাছে কোনো সামাজিক বৈষম্য স্থায়ী হতে পারেনা। রেডিওর সেই নিভৃত স্টুডিওর ঘাম; নিষ্ঠা আর ভালোবাসায় তৈরি হওয়া মহালয়ার এই প্রভাতী সুর তাই আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের এক অমলিন স্মারক; যেখানে সংবাদ শিরোনামের আড়ালে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকে এক নিরবচ্ছিন্ন সাধনা এবং ধ্রুপদী শিল্পায়নের অমর ইতিবৃত্ত।





৯ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

পথভ্রষ্ট বৃদ্ধাকে ঘরে ফেরাল বন দফতর

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার : গভীর রাতে বুনো হাতির আতঙ্কের মধ্যেই পথ হারিয়ে ফেলা এক বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে নিরাপদে বাড়ি ফিরিয়ে দিল বন দফতর। ঘটনাটি বার্মানপাড়া কাঠমিল সংলগ্ন এলাকার। বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাত ১২টা নাগাদ মুজনাই চা বাগানের বাসিন্দা সুখমোনিয়া ওঁরাও নামে এক বৃদ্ধা ছাকামারির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু অন্ধকারে পথ হারিয়ে তিনি বার্মানপাড়া কাঠমিল এলাকায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করতে থাকেন। সেই সময় ওই এলাকায় দলছুট বুনো হাতির উপস্থিতির খবর পেয়ে বনকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। সেখানে বুনো হাতির চলাচলের সম্ভাব্য পথের কাছেই এক বৃদ্ধাকে অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন তারা। কালবিলম্ব না করে বৃদ্ধাকে নিরাপদ



দূরত্বে সরিয়ে নেন বন কর্মীরা। এরপর স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর নাম ও পরিচয় নিশ্চিত করা হয়। বনকর্মীরা নিজ উদ্যোগে বৃদ্ধাকে তাঁর মুজনাই চা বাগানের বাড়িতে পৌঁছে দেন মাঝরাতে

হাতির উপস্থিতির মুখে পড়েও বনকর্মীদের তৎপরতায় ওই বৃদ্ধা রক্ষা পাওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন তাঁর পরিবার। বন দফতরের এই মানবিক ভূমিকার প্রশংসা করেছেন এলাকার মানুষ।

তোতাপাড়ায় বনদুর্গাকে ঘিরে উৎসবের প্রস্তুতি



নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি : পূজো দেখতে শহরে যাবেন? কিন্তু পথজুড়ে যদি থাকে ঘন জঙ্গল আর হঠাৎ সামনে চলে আসে হাতি, বাইসন কিংবা অন্য বন্যপ্রাণী? তখন উৎসবের আনন্দের বদলে তৈরি হয় আতঙ্ক। আর সেই কারণেই জঙ্গলঘেরা তোতাপাড়া বনবস্তিতে তৈরি হয়েছে একেবারে অন্যরকম পূজোর গল্প। ডুয়ার্সের বানারহাট ব্লকের মোরাঘাট রেঞ্জের তোতাপাড়া বনবস্তি। চারদিকে ঘন জঙ্গল, জঙ্গলের বুক চিরে চলে গিয়েছে রাস্তা স্তা। এই বনবস্তির মানুষের কাছে দুর্গাপূজো মানেই শুধু আনন্দ নয়, রয়েছে নিরাপত্তার চিন্তাও। কারণ শহর বা দূরের পূজো মণ্ডপে ঠাকুর দেখতে যেতে হলে পাড়ি দিতে হয় জঙ্গলপথ আর সেই পথেই কখনও হাতি, কখনও বাইসন কিংবা অন্য বন্যপ্রাণীর মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা

থাকে। তাই প্রায় ১৬ বছর আগে তৎকালীন বনকর্তা কল্যাণ দাসের উদ্যোগে তোতাপাড়া বনবস্তিতেই শুরু হয় দুর্গাপূজো। তবে এই পূজো আর পাঁচটা পূজোর মতো নয়। এখানে দেবী দুর্গা পূজিত হন বনদুর্গা হিসেবে। ঘন জঙ্গলের রাস্তা ধরে প্রায় ৮ কিলোমিটার এগিয়ে রয়েছে তোতাপাড়া বিট অফিস। আর সেই বিট অফিসের পাশেই বনবস্তির পূজো মণ্ডপ। হাতে গোনা আর কয়েকটা দিন। মা উমার আগমন ঘিরে ইতিমধ্যেই জোরকদমে শুরু হয়েছে স্থায়ী পূজো মণ্ডপ সংস্কারের কাজ। বন দফতর এবং তোতাপাড়া পূজোর আয়োজন করা হয়। শুধু বনবস্তির মানুষই নয়, পূজোর আনন্দে সামিল হন বন দফতরের আধিকারিক, বনকর্মী এবং তাঁদের

পরিবারের সদস্যরাও। এই বনবস্তির মানুষের কাছে বনদুর্গা পূজোই যেন দুর্গাপূজোর সবচেয়ে বড় উৎসব। আশাশুকের চা-বাগান এবং বনবস্তির মানুষজনও এই পূজোয় ভিড় করেন। পূজোকে কেন্দ্র করে বসে মেলা। ধামসা-মাদলের তালে চলে নাচ-গান। ছোট্ট মণ্ডপ হলেও উৎসবের উন্মাদনায় কোনও খামতি থাকে না। এখানে চাকচিক্য হয়তো শহরের বড় পূজোর মতো নয়। নেই বিশাল বাজেটের মণ্ডপ। কিন্তু রয়েছে জঙ্গলের মানুষের আন্তরিকতা, ভক্তি আর ভালোবাসা। শহরের পূজো দেখতে যেখানে জঙ্গলপথ পেরোনোটা বড় ঝুঁকি, সেখানে জঙ্গলের বৃকেই দেবীকে নিয়ে উৎসব তোতাপাড়ার বনদুর্গা পূজো তাই শুধু একটি পূজো নয়, এটি জঙ্গলঘেরা মানুষের আনন্দ, বিশ্বাস আর নিরাপদে উৎসব পালনের এক অন্যরকম গল্প।

৬৫টি হারানো মোবাইল ফিরে পেল প্রকৃত মালিকরা

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ : হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন ফিরে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন একাধিক ব্যক্তি। রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশের উদ্যোগে মোট ৬৫টি হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে সেগুলি প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের এই উদ্যোগে খুশি মোবাইল ফিরে পাওয়া ব্যক্তিরা বর্তমান সময়ে মোবাইল ফোন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। যোগাযোগ থেকে শুরু করে অনলাইন সেন্সর, পড়াশোনা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা গ্রহণ; প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই মোবাইল ফোনের ব্যবহার অপরিহার্য। ফলে মোবাইল ফোন হারিয়ে গেলে সাধারণ মানুষকে নানা



সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ নথি, ছবি, যোগাযোগের নম্বর এবং ব্যক্তিগত তথ্য মোবাইল ফোনে সংরক্ষিত থাকায় সমস্যার পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে

প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশের তৎপরতায় মোট ৬৫টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এরপর সেগুলি চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

নিরাপত্তারক্ষী পেলেন অনুব্রত

নয়া জামানা, বীরভূম : নিজস্ব দলীয় কার্যালয়ে হেনস্তা। তারপর শুরু রাজনৈতিক তরঙ্গ। তবে ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই নিরাপত্তারক্ষী পেলেন গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্ট। শুক্রবার জেলা পুলিশের তরফে তাঁর নিরাপত্তার জন্য একজন পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, আপাতত ওই কর্মী সর্বক্ষণ অনুব্রতের সঙ্গে থাকবেন উল্লেখ্য, সম্প্রতি এই প্রথমবার সিউড়ির দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েন অনুব্রত মণ্ডল। সিউড়ি পুরাতন বাসস্ত্যান্ড সংলগ্ন তৃণমূলের পার্টি অফিসে



গিয়েছিলেন তিনি। স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা চলাকালীন আচমকাই পার্টি অফিসে ঢুকে পড়ে কয়েকজন যুবক। তাঁদের হাতে ছিল মোটা গাছের ডাল ও লাঠি। অনুব্রত মণ্ডল সেখানে উপস্থিত থাকাকালীনই কার্যালয়ের ভিতরে

ব্যাপক ভাঙচুর চালায় ওই যুবকেরা। এমনকি অনুব্রত মণ্ডলের সামনে থাকা কাচের টেবিলও ভেঙে দেওয়া হয়। তাঁকে মারধর না করা হলেও তাকে উদ্দেশ্য করে ছমকি দেয় ওই যুবকেরা। এর পরেই পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে।

ভর্তি চলছে

GAZOLE COLLEGE OF PHARMACY

Mob : 9475647033

ভবিষ্যৎ গড়ার সঠিক দিশা

আপনার পছন্দসই কোর্সে

D.Pharm (PCI স্বীকৃত ও WBSMF অনুমোদিত)

Chakda, P.O-Katna Via-20 Mile, P.S. Gazole, Dist. Malda, PIN-732124 (W.B.)

GAZOLE COLLEGE OF EDUCATION

College Road (via 20 Mile), P.O. - Katna, Gazole, Malda- 732124, West Bengal, India

আসন বুকিং চলছে

B.Ed & D.El.Ed

Mob: 9475647033 | Email: secretarygcd@gmail.com

MANGO VALLEY PHARMACY COLLEGE & RESEARCH

Approved by PCI - 9691

ভর্তি চলছে

“ ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসী ” (D.Pharm)

VILL & POST- Saiyedpur, Via Jalalpur, PS- Kaliachak Dist. Malda, PIN-732206, W.B

9475647033



৯ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

ময়নাগুড়িতে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট খোলা নিয়ে তুলকালাম, সরব এলাকাবাসী

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি : ময়নাগুড়ি খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যাচেলার ডাঙ্গা এলাকায় সলিড এন্ড প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট দীর্ঘদিন থেকে বন্ধ ছিল, কারণ পালা বদলের পর এলাকার বাসিন্দারা এই প্রজেক্টের মূল গেটে তালা দিয়ে তা নির্মিতকালের জন্য বন্ধ করে দেয়। এটি তৈরি হওয়ার পর থেকে এলাকায় মশা মাছি, এবং নানা রকম রোগ সহ গন্ধে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী, এমনটাই অভিযোগ দীর্ঘদিন থেকে বন্ধ থাকার পর অবশেষে শুক্রবার ময়নাগুড়ি ব্লক প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসন, ময়নাগুড়ির বিধায়ক ডালিম চন্দ্র রায়, বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ, বিডিওর উপস্থিতিতে পুলিশ গेटের তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে। অন্যদিকে এই প্রজেক্টে ২৬ জন লেবার রয়েছে যারা এখানে সারাদিন কাজ করেন। তারা জানান এখানে তাদের এই কাজে কোনো অসুবিধা হয় না এবং তাদের কোনো রোগও হয়নি এই কয়েক বছর কাজ করার



পরেও। গন্ধের বিষয়ে তারা বলেন বাড়িতে পচা সবজি ফেলে রাখলে সেটায় যেমন একটু গন্ধ ছড়ায় ব্যাপারটা ঠিক তেমনই। অন্যদিকে তারা বলেন এই ঘটনাটা একটি চক্রান্ত। গত সরকারের সময় এই প্রজেক্টটি তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীতে নতুন সরকার আসার পরে এই প্রজেক্টটি বন্ধ করে দেয় এলাকাবাসীরা। তারা মনে করেন এটা পুরো রাজনৈতিক বিষয়। তারা আরো জানান পুজোর আগে এই প্রজেক্ট চালু হলে তাদের পরিবার

বাঁচবে। পুজোর সময় নতুন জমা কাপড় কিনে পরিবারের সদস্যদের মুখে হাসি ফোটাতে পারবে। এই আর্জিই তাদের প্রশাসনের কাছে অন্যদিকে এলাকার কিছু বাসিন্দারা জানান এই প্রজেক্ট তারা খুলতে দেবে না। সেই সঙ্গে তারা তুলকালাম দেখান প্রশাসনের সামনে। অন্যদিকেই প্রজেক্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ফলে ময়নাগুড়ি পৌরসভা এলাকার নোংরা নেওয়ার কাজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়, ফলে সমস্যা পড়েন পৌরবাসীরা।

৫৪ বছরের ঐতিহ্যে নতুন চমক মহানন্দা ক্লাবের

মানস দাস, নয়া জামানা, মালদা

ঐতিহ্যের ৫৪ বছরের পথচলা। সেই দীর্ঘ পরম্পরাকে সঙ্গী করেই এবার রামমন্দিরের প্রবেশদ্বারের আদলে সেজে উঠছে মহানন্দা ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরির দুর্গাপুজোর মণ্ডপ। ইংরেজবাজারের এই পুজোয় এবারের বিশেষ আকর্ষণ 'নীলোৎপলে মা দুর্গা'। পুজোর বাজেট সাড়ে আট লক্ষ টাকা। ১৯৭২ সালে রামরঞ্জন ঘোষ, দীনবন্ধু গোস্বামী ও গৌরাঙ্গ ঘোষের হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হয় মহানন্দা ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এই ক্লাবের পুজোকে ঘিরে গড়ে উঠেছে ঐতিহ্য ও উৎসবের আবহ। বছরের পর বছর সেই পরম্পরা বজায় রেখে এবারও দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন উদ্যোক্তারা। এবার মণ্ডপের প্রবেশদ্বারে ফুটে উঠবে রামমন্দিরের স্থাপত্যের আদল। মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে রয়েছে



অঙ্গরা ডেকোরেরটরস আলোকসজ্জায় থাকছে দাস ইলেকট্রিক। অন্যদিকে, প্রতিমা নির্মাণ করছেন মালদার খ্যাতনামা মৃৎশিল্পী রাজকুমার পণ্ডিত। মণ্ডপ, আলো ও প্রতিমার সমন্বয়ে দর্শনার্থীদের কাছে পুজোকে আকর্ষণীয় করে তোলাই উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য। ক্লাব সম্পাদক মদন বা জানিয়েছেন, প্রতি বছরের আদল মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে রয়েছে

দিতে প্রস্তুত মহানন্দা ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরি ক্লাবের সভাপতি কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। ৫৪ বছরের ঐতিহ্য, নতুন ভাবনার মণ্ডপ এবং 'নীলোৎপলে মা দুর্গা' এই তিনের মেলবন্ধনে এবারও পুজোপ্রেমীদের নজর কাড়ার প্রত্যাশা মহানন্দা ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরির। পুরনো স্মৃতি আর নতুন প্রজন্মের উৎসাহকে সঙ্গে নিয়ে দেবী আরাধনার প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে।

পুলিশের জালে ও ভুয়ো চিকিৎসক

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : আমাদের সমাজে চিকিৎসককে ভগবানতুল্য মনে করা হয়। কিন্তু সেই চিকিৎসকই যখন মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করে তখন আর কোন কিছুর অবকাশ থাকে না। এমনই একটি ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। পুলিশের জালে ধরা পরল তিন ভুয়ো চিকিৎসক। ভুক্তভোগীদের অভিযোগের ভিত্তিতেই অভিযান চালিয়ে ওই তিন ভুয়ো চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করলো বারুইপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ধৃতদের নাম তপন কুমার বৈরাগী, বাসুদেব নন্দর এবং আশিস কুমার বড়াল। তিন জনেরই বাড়ি বারুইপুর থানা এলাকায়। বুধবার রাতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের



গ্রেপ্তার করা হয়। তপনকে দুর্গাপুর থেকে, বাসুদেবকে কুন্দরালি থেকে এবং আশিসকে বেলেগাছি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, কোনও বৈধ মেডিক্যাল ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরেই ওই সব এলাকায় চেষ্টার খুলে রোগী দেখতেন তাঁরা। টাকার বিনিময়ে ভুয়ো ডাক্তারি সার্টিফিকেট দেওয়ার

অভিযোগও রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে। এলাকার বাসিন্দারা বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করলে বুধবার রাতে অভিযানে নামে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে বেশ কিছু ভুয়ো প্রেসক্রিপশন ও কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই চক্র আর কেউ জড়িত আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

লোকালয়ে সেন্ট্রাল লব্ধি তৈরির প্রতিবাদে জাতীয় সড়ক অবরোধ

লোকালয়ে সেন্ট্রাল লব্ধি তৈরির প্রতিবাদে জাতীয় সড়ক অবরোধ নয়া জামানা, মালদা : লোকালয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের সেন্ট্রাল লব্ধি তৈরির প্রতিবাদ ও স্থান পরিবর্তনের দাবিতে শুক্রবার বিকেলে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মালদার গাজোল। ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিন হাতে প্র্যাকার্ড নিয়ে অবরোধে সামিল হন খুদে বাচ্চা সহ এলাকার মহিলারা। জাতীয় সড়ক

অবরোধের জেরে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়, দুর্ভোগে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে গাজোল থানার পুলিশ। অবরোধকারীদের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন পুলিশ আধিকারিকরা। তারপর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয়দের অভিযোগ, তৃণমূল সরকারের আমলে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে লোকালয়ের

মাঝে স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি সেন্ট্রাল লব্ধি তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন জেলার সমস্ত হাসপাতালের নোংরা কাপড় পরিষ্কার করা হবে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, এখানেই তাদের আপত্তি। কারণ এই এলাকায় ঘন জনবসতি রয়েছে। হাসপাতালের নোংরা কাপড় থেকে সংক্রমণ ছড়িয়ে এলাকার পরিবেশের ক্ষতি হবে, যার প্রভাব পড়বে শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলের ওপর।

নিজের হাতে প্রতিমা গড়ে নজর কাড়ল আইহোর পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র কিংশুক



দেবশীষ পাল, নয়া জামানা হবিবপুরঃ খেলার বয়সেই হাতে মাটি, সেই মাটির ছোঁয়ায় নিজের কল্পনা ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে মা দুর্গার প্রতিমা তৈরি করেছে মাত্র ১১ বছরের এক খুদে শিল্পী মালদার হবিবপুরের আইহোর কিংশুক সরকারের এই প্রতিভা ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছে এলাকার মানুষের। ছোট্ট হাতে মাটির দলাকে দেবী দুর্গার রূপ দেওয়ার এই প্রচেষ্টা ঘিরে খুশি পরিবার থেকে প্রতিবেশীরা মালদার হবিবপুর থানার আইহো বস্ত্রনগর এলাকার বাসিন্দা কিংশুক সরকার। আইহো উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র সে। ছোটবেলা থেকেই মাটি নিয়ে খেলতে ভালোবাসে কিংশুক। মাটির বিভিন্ন জিনিস তৈরি করার পাশাপাশি প্রতিমা গড়ার প্রতিও তার

ছিল বিশেষ আগ্রহ। সেই আগ্রহ থেকেই ধীরে ধীরে প্রতিমা তৈরির কাজে হাতেখড়ি কিংশুকের বাবা অনুপ সরকার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিমা তৈরির কাজ দেখতে যেতেন। শিল্পীদের হাতে মাটির দলা ধীরে ধীরে কীভাবে দেবদেবীর রূপ পায় তা কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে তার। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই প্রতিমা তৈরির প্রতি আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। অবশেষে নিজের কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে মা দুর্গার প্রতিমা তৈরি করে ফেলে একরঙা কিংশুক। ছেলের আগ্রহ বুঝতে পেয়ে প্রতিমা তৈরির প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও এনে দেন বাবা অনুপ সরকার জানান, ছোটবেলা থেকেই ছেলের মাটির প্রতি আলাদা টান রয়েছে। প্রতিমা তৈরির কাজে তার আগ্রহ দেখে তিনি উৎসাহ জুগিয়েছেন। ভবিষ্যতে ছেলে

শিল্পী হতে চাইলে তাতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। বরং নিজের প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে সে এগিয়ে যাক এটাই তাঁর ইচ্ছা। নিজের শিল্পী হয়ে ওঠার স্বপ্ন প্রসঙ্গে কিংশুকের বক্তব্য, ছোটবেলা থেকেই প্রতিমা তৈরির প্রতি তার আগ্রহ ছিল। সেই আগ্রহ থেকেই ধীরে ধীরে কাজ শুরু করেছে সে। নিজের হাতে মা দুর্গার প্রতিমা তৈরি করতে পেরে খুশি এই খুদে শিল্পী মাত্র ১১ বছর বয়সে কিংশুকের এই উদ্যোগে মুগ্ধ এলাকার মানুষ। তাঁদের আশা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, নিয়মিত অনুশীলন ও পরিবারের উৎসাহ পেলে আগামী দিনে প্রতিমাশিল্পের জগতে আরও এগিয়ে যেতে পারবে সে। ছোট্ট হাতের এই সৃষ্টিই হয়তো ভবিষ্যতে বড় শিল্পী হয়ে ওঠার পথে কিংশুকের প্রথম পদক্ষেপ।



৯ অক্টোবর ১১ ২০২৬

ভুবন জোড়া

নয়া জামানা

জিএসটি-তে কর কর্তাদের গ্রেফতারির ক্ষমতা ছাটাইয়ে নারাজ ৫ বড় রাজ্য

কর ব্যবস্থার জটিলতা কমাতে এবং শিল্পমহলে স্বস্তি জোগাতে পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) আইনে কর ফাঁকির ক্ষেত্রে আধিকারিকদের গ্রেফতার করার ক্ষমতা বিলোপের প্রস্তাব নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। তবে এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতায় সরব হয়েছে দেশের অস্তুত পাঁচটি বড় রাজ্য। মহারাষ্ট্র, গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের মতো শিল্পপ্রধান রাজ্যগুলির সাফ বার্তা, গুরুতর কর ফাঁকির ক্ষেত্রে গ্রেফতারির এই ক্ষমতা সম্পূর্ণ তুলে নিলে গোটা কর আদায় ব্যবস্থাই ‘দস্তুরী’ হয়ে পড়বে। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ৫৭তম জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে এই সংস্কারমূলক প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য ওঠার কথা। শিল্পমহলের আস্থা বাড়তে এবং কর আধিকারিকদের অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের আশঙ্কা দূর করতই



ফৌজদারি ধারাগুলি লঘু করার এবং গ্রেফতারির বিধান রদের ভাবনা এনেছে কেন্দ্র। তবে কাউন্সিলের বৈঠকের প্রাক্কালে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় আধিকারিকদের মধ্যে হওয়া ধারাবাহিক আলোচনায় তীব্র আপত্তি জানায় সংশ্লিষ্ট পাঁচ রাজ্য। তাদের স্পষ্ট দাবি, পাইকারি হারে কর কর্তাদের ক্ষমতা খর্ব করা সমীচীন হবে না। ইচ্ছাকৃতভাবে কোটি কোটি টাকার কর জালিয়াতির ক্ষেত্রে

আধিকারিকদের হাতে কঠোর শাস্তিমূলক এবং দেওয়ানি আইনের আওতায় গ্রেফতারির সংস্থান রাখা আবশ্যিক। অন্যথায় অসদুপায়ে কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে। কেন্দ্রীয় প্রস্তাব ও বড় রাজ্যগুলির আপত্তির এই সংঘাতের জেরে বৃহস্পতিবারের কাউন্সিলে এই সিদ্ধান্ত কোন দিকে গড়ায়, সে দিকেই থাকিয়ে গোটা কর ও বাণিজ্যিক মহল।

চিকিৎসকদের উপহার বন্ধে ওষুধ সংস্থাগুলির ওপর রাশ টানতে কমিটি গঠনের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নিজদের ওষুধ প্রসক্রিপশনে লেখাতে চিকিৎসকদের বহুমূল্য উপহার, বিদেশভ্রমণ কিংবা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার মতো অনৈতিক বিপণন বন্ধে কড়া পদক্ষেপ নিল সুপ্রিম কোর্ট। ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির এই ধরনের বেআইনি প্রচার ও উপহার প্রদান রুখতে আইনি বিধিনিষেধ প্রণয়নের জন্য কেন্দ্রকে অবিলম্বে একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত। বৃহস্পতিবার বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়ে জানায়, ওষুধ সংস্থাগুলির অনৈতিক আচরণ বন্ধ করতে কোনো বিধিবদ্ধ আইন প্রয়োজন কি না, তা খতিয়ে দেখে সুপারিশ জমা দিতে হবে। আগামী ২৯ জানুয়ারি কেন্দ্রকে এই নির্দেশ রূপায়ণের হালফনামা পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আদালতে শুনানির সময় সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, ওষুধ



প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণে একটি বিধিবদ্ধ কাঠামো তৈরি করা যায় কি না, তা পর্যালোচনার জন্য সরকার তিন সদস্যের একটি কমিটি গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই কমিটি আগামী দু'মাসের মধ্যে তাদের রিপোর্ট জমা দেবে। তবে মামলাকারীদের আইনজীবী সঞ্জয় পারিখ সওয়াল করেন, বর্তমান নিয়মে কেবল উপহার বা সুবিধা গ্রহণকারী চিকিৎসকদের শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু যে সব সংস্থা প্রকাশ্যে এই প্রলোভন দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো কড়া আইনি শাস্তির বিধান নেই। এই ফাঁকের সুযোগ

নিয়েই ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি চিকিৎসকদের প্রভাবিত করে রোগীর স্বার্থের ক্ষতি করছে। মামলাকারীরা ২০২২ সালে সুপ্রিম কোর্টেরই একটি রায়ের প্রসঙ্গ তুলে ধরে জানান, ওষুধ সংস্থাগুলির পাঠানো উপহার, বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম এবং বিদেশভ্রমণের প্রলোভন জনস্বার্থের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর এক দুষ্টচক্র তৈরি করে। সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ওষুধ সংস্থাগুলির বিপণন নীতিতে রাশ টানতে এবার কেন্দ্রীয় কমিটিকে দ্রুত রূপরেখা তৈরির নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত।

বারাণসীতে ৮০ কোটির ‘পশ্চিমবঙ্গ ভবন’ তৈরি করবে রাজ্য

কাশী বিশ্বনাথের দর্শন, নৌকাবিহার, গঙ্গা আরতির ঐশ্বরিক মুহূর্ত সাক্ষী থাকতে সারাবছরই মহাদেবের নগরী বারাণসীতে পুণ্যার্থী-পর্যটকরা ভিড় জমান। পর্যটকদের সুবিধার্থে এবার বারাণসীর সোনারপুরায় ঐতিহ্যবাহী কোচবিহার কালীবাড়ি চত্বরে আধুনিক অতিথিশালা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তর। প্রায় ২ একর জমিতে ৮০ কোটি টাকা ব্যয় করে অত্যাধুনিক অতিথিশালা তৈরি করবে রাজ্য। সেই সঙ্গে বাঙালি পর্যটকদের বিনোদনের জন্য কোচবিহার কালীবাড়ি চত্বর

আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ৯ তলা ভবনের পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ পরিকাঠামোও তৈরি করা হবে। অতিথি নিবাসে থাকবে ৬০টি গেস্ট রুম ও ১০টি বিলাসবহুল সুইট। থাকবে রেস্টুরাঁ, কফি শপ, ব্যাস্কেটবল হল, জিম, লাইব্রেরি এবং সুবিশাল পার্কিং জোন। হাওয়ামহলের ঐতিহ্য বজায় রেখে বিলাসবহুল সুইটে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্যের। প্রাচীন কালীমন্দির ও ঐতিহাসিক স্থাপত্য সংরক্ষণের কথাও রয়েছে প্রস্তাবে।

রাষ্ট্রপতির ‘দরবারে’ মমতা-রাহুল, ‘ভোটচুরি’র প্রমাণ চাইলেন মুর্মু!

‘ভোটচুরি’র অভিযোগ জানাতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করল বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র প্রতিনিধি দল। বৈঠকশেষে বাইরে এসে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী, ভূগমূল কংগ্রেসের নেত্রী ও রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা জানান, তাঁদের কথা মন দিয়ে শুনেছেন রাষ্ট্রপতি। এবং বিরোধীদের অভিযোগের সপক্ষে তথ্যপ্রমাণ চেয়েছেন তিনি। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ততামরা একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছি। ইতিবাচক সাড়াও পেয়েছি। তিনি জানিয়েছেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন এবং বিস্তারিত পর্যালোচনা করবেন। তবে এর জন্য তাঁর প্রমাণের প্রয়োজন। তিনি আমাদের প্রমাণ পাঠাতে বলেছেন। এবং আমরা তা পাঠানোর কথা জানিয়েছি দেশ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে গণতন্ত্র রক্ষায় আপনার যথাযথ পদক্ষেপ করা উচিত। আমাদের জোট ঐক্যবদ্ধ ও অত্যন্ত শক্তিশালী। আমরা দেশের ৬০ শতাংশেরও বেশি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করি। রাষ্ট্রপতির মনোভাব অত্যন্ত ইতিবাচক এবং তিনি বিষয়টিতে



তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন। দ পরে গাড়িতে ওঠার সময় মমতা দাবি করেন, তিনিই প্রথম যিনি সুপ্রিম কোর্টে এই ইস্যুটি তুলে ধরেছিলেন। লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী বলেন, তুল বিসয়টি হল, আমি ভেবেছিলাম রাষ্ট্রপতি ‘ভোট চুরি’র অভিযোগ অস্বীকার করবেন। বলবেন যে, ভারতে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনী ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু আমি অত্যন্ত বিস্মিত ও হতবাক হয়েছি যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি আমাদের কথা মেনে নিয়েছেন। দ সেই সঙ্গেই তিনি আরও বলেন, দপুরো দেশ জানে যে, ভোট চুরি হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদী এর মূল চক্রান্তকারী। অমিত শাহ ও জ্ঞানেশ কুমার যার বাস্তবায়ন করেছেন। রাষ্ট্রপতি আজ এই বিষয়টি অস্বীকার

করেননি। দ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড্গে বলেন, দতামরা দাবি জানিয়েছি যে ইভিএম বাদ দিয়ে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ করা হোক। তিনি মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শুনেছেন এবং জানিয়েছেন যে তিনি বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখবেন। দ উল্লেখ্য, এদিন যে ১০ সদস্যের দল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে তাতে রাহুল-মমতা-খাড্গে ছাড়াও ছিলেন সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা, সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি, এনসিপি (এসপি) নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে, ভিসিকে-র খোল তিরমাডালাম, সমাজবাদী পার্টির নেতা রাজীব রায়, জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ এবং আরজেডি সাংসদ মনোজ বা।

‘ককরোচে’ সতর্ক দিল্লি যেন দুর্গ

শনিবার যন্তর মন্তরের দিকে চোখ থাকবে দেশের। ‘ককরোচে জনতা পার্টি’র কর্মসূচির দিন আগামিকাল। আর সেদিকে লক্ষ্য রেখেই শুক্রবার রাত দশটা থেকে দিল্লির একাংশে বন্ধ থাকবে ইন্টারনেট পরিষেবা। গোটা দিল্লিকে মুড়ে ফেলা হয়েছে নিরাপত্তার চাদরে। মোতামেন রয়েছে ২৩ হাজার পুলিশকর্মী। বন্ধ করা হচ্ছে ট্রেন ও মেট্রো চালাচলও। যদিও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, ওই পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ করা যাবে না। জানা গিয়েছে, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে যে বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়েছে, সেদিকে নজর রেখেই জনপথ-কর্তব্যপথ ক্রসিংয়ের চার কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে যে সব এলাকা সর্বত্রই ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে ইন্টারনেট পরিষেবা। এদিন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে করা তাঁদের আবেদনে সদর্থক সাড়া মিলেছে। সাময়িক ভাবে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১০ অক্টোবর রাত দশটা পর্যন্ত ওই পরিষেবা বন্ধ রাখা হচ্ছে। এদিকে দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে যে, বিক্ষোভের অনুমতি দেওয়া হয়নি। কারণ দিনদশেক আগে বাধ্যতামূলকভাবে যে আগাম নোটিশ দেওয়ার কথা ছিল, তা পাওয়া যায়নি। কর্মকর্তারা আগের বিক্ষোভের সময় নির্দেশিকা লঙ্ঘনের অভিযোগও উল্লেখ করেছেন। জানিয়েছেন, জননিরাপত্তার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত



নেওয়া হয়েছে। মধ্য দিল্লির কিছু এলাকায় ‘ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা’র ১৬৩ ধারা বলবৎ রয়েছে। পুলিশ সতর্ক করে দিয়েছে, এই বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শনিবারের বিক্ষোভে যাতে কোনওরকম সহিংসতার প্রকাশ না পায় তা নিশ্চিত করতেই এহেন সতর্কতা বলে সূত্রের দাবি। এই প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘিরে দিল্লি যেন দুর্গে পরিণত হয়েছে। অস্তুত ২৬ হাজার পুলিশ এবং আধাসেনা মোতামেন করা হয়েছে শহরজুড়ে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে নয়াদিল্লি রেল স্টেশনে ট্রেন ঢোকা। একই দৃশ্য হজরত নিজামুদ্দিন স্টেশনেও। ফলে অন্যান্য বহু ট্রেনের মতোই বাতিল

হয়েছে কলকাতা থেকে দিল্লিগামী জোড়া রাজধানী এক্সপ্রেস। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন বিরোধীরা। প্রধান বিচারপতি সু্য কাস্ত, বিচারপতি জয়মালা বাগচি এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চের নির্দেশ, ট্রেন ও মেট্রো পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ করা যাবে না। শীর্ষ আদালতের মন্তব্য, “মাছি মারতে কেউ হাতুড়ি চালায় না!” সেই সঙ্গে দিল্লির সমস্ত মদের দোকান বন্ধ করে দিয়েছে আবগারি দপ্তর। বলা হয়েছে, ককরোচ প্রতিবাদের জেরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে গুরু এবং শনিবার প্রত্যেকটি মদের দোকান বন্ধ থাকবে।



৯ অক্টোবর ১১ ২০২৬

মাঠের লড়াই

নয়া জামানা

গোয়া ফুটবল পুরস্কারের মধ্যে দাপট সেনা ফুটবল অ্যাকাডেমির

বয়সভিত্তিক এবং মহিলা ফুটবলে চোখধাঁধানো সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে গোয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (জিএফএ) বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী মধ্যে জয়জয়কার হলো সেনা ফুটবল অ্যাকাডেমির (এসএফএ)। ক্লাব, ফুটবলার এবং সংগঠকদের সম্মানে জানাতে আয়োজিত ২০২৫-২৬ মরশুমের এই অনুষ্ঠানে দলগত, ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক মিলিয়ে মোট ১১টি বিভাগে সেরার শিরোপা জিতে নজির গড়েছে তারা। গত মরশুমে যুব ও মহিলা বিভাগে প্রায় একছত্র আধিপত্য দেখিয়েছে বেদান্ত আয়রন অ্যান্ড স্টিল লিমিটেডের সামাজিক উদ্যোগ হিসেবে পরিচালিত এই অ্যাকাডেমি। জিএফএ অনূর্ধ্ব-১৪ প্রথম ডিভিশন লিগ, অনূর্ধ্ব-১৪ ও অনূর্ধ্ব-১৬ মেয়েদের লিগের পাশাপাশি অনূর্ধ্ব-১৬ অস্মিতা খে লো ইন্ডিয়া টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা। এ ছাড়া অনূর্ধ্ব-২০ প্রথম ডিভিশন লিগে রানার্স হওয়ার গৌরবও অর্জন করেছে এই



প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তিগত পুরস্কারের তালিকাতেও আধিপত্য ধরে রেখেছে অ্যাকাডেমির প্রতিভারা। এসএফএ সিনিয়র মহিলা দলের সিমরান নারভেকর মরশুমের সেরা মহিলা ফুটবলারের শিরোপা পেয়েছেন। জোড়া পুরস্কার জিতে নজর কেড়েছেন তরুণ প্রতিভা কেরেন ডিসুজা; অনূর্ধ্ব-১৬ সেরা খেলোয়াড়ের পাশাপাশি সমর্থকদের বিচারেও প্রিয় ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। অনূর্ধ্ব-১৮ ডিভিশনে অনিমেঘ মাজ্জিক,

অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়েদের লিগে বিদিশা আসাগাঁওকর এবং অনূর্ধ্ব-১৬ খে লো ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতায় সেরা ফুটবলারের পুরস্কার জিতেছেন আসমা বান্দোদকর। কেবল মাঠের পারফরম্যান্সেই নয়, সফল ব্যবস্থাপনার জন্যও পুরস্কৃত হয়েছে সংস্থাটি। নিজেদের ক্যাম্পাসে পুরো মরশুমে মোট ১১৩টি ম্যাচ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও আয়োজন করার স্বীকৃতি হিসেবে সেরা আয়োজকের বিশেষ সম্মানও নিজেদের ঝুলিতে পুরেছে তারা।

ভুবনেশ্বরের প্রত্যাবর্তনে প্রশ্ন শামিকে নিয়ে, নির্বাচকদের তোপ জাফরের

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টি-টোয়েন্টি সিরিজে অভিজ্ঞ পেসার ভুবনেশ্বর কুমারের জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানালেও পেস বোলিংয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বোর্ড নির্বাচকদের একহাত নিলেন ভারতের প্রাক্তন ওপেনার ওয়াসিম জাফর। আগামী ২০২৭ সালের একদিবসীয় বিশ্বকাপের আগে দলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পেসার কে; তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে নির্বাচকদের নীতিতে বিভ্রান্তি রয়েছে বলে তোপ দাগলেন তিনি। ২২ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা কিউয়িদের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে দলে ফেরানো হয়েছে ভুবনেশ্বরকে। অনেকেই মনে করছেন, আফ্রিকায় হতে চলা ২০২৭ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখেই পেস আক্রমণ পোক্ত করতে পুরোনো ভরসার ওপর চোখ রেখেছে বোর্ড। ভুবনেশ্বরের নির্বাচনকে সমর্থন জানিয়ে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে জাফর বলেন, ক্ষুদ্রদৈর্ঘ্যে হলেও সঠিক সিদ্ধান্ত। কাউকে দলে নিয়ে কোনো দয়া দেখানো হয়নি, ও নিজের যোগ্যতায় জায়গা পেয়েছে। আইপিএল ও ঘরোয়া ক্রিকেটে ওর পারফরম্যান্স এবং ফিটনেস দুর্দান্ত



ছিল। ওকে কেন আগে বাদ দেওয়া হয়েছিল, সেটাই বোধগম্য নয়। চাপের মুখে তরুণ রক্তের সঙ্গে অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন জরুরি ক্ষুদ্র তবে ভুবির ফেরা মেনে নিলেও মহম্মদ শামি ও মহম্মদ সিরাজকে নিয়মিত ম্যাচ না খেলানো নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন জাফর। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ক্ষুদ্রশামি ও সিরাজকে কেন বাইরে বসিয়ে রাখা হচ্ছে? জসপ্রীত বুমরাহের পর দলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পেসার ঠিক কে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। গুরনুর রার, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা কিংবা নীতীশ রেড্ডিদের সুযোগ দেওয়া হলেও টিম ম্যানেজমেন্টের মধ্যে সেই আত্মবিশ্বাস এখনও তৈরি

হয়নি। ক্ষুদ্র আসন্ন বিশ্বকাপকে সামনে রেখে শামিকে অবিলম্বে ওয়ান ডে এবং টেস্ট দলে ফেরানোর দাবি তুলেছেন তিনি। জাফরের সাফ বক্তব্য, বিশ্বকাপের আগে দলের উচিত বুমরাহ, শামি ও সিরাজ ত্রয়ীকে নিয়মিত খেলানো এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা দল পুনর্গঠনের ভাবনা বিশ্বকাপের পরেই ভাবা উচিত। বিশেষ করে লাল বলের ক্রিকেটে শামির ফেরা অত্যন্ত জরুরি, অন্যথায় দেশের অন্যতম সেরা পেসারের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন প্রাক্তন এই তারকা।

এশিয়ান গেমসে সোনা জিতে পুরস্কৃত লভলিনা ৫০ লাখ দিল অসম সরকার

এশিয়ান গেমসের মধ্যে ঐতিহাসিক সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে তারকা ভারতীয় বক্সার লভলিনা বরগোহাইকে ৫০ লক্ষ টাকার আর্থিক পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বৃহস্পতি গুয়াহাটীর লোকসেবা ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অলিম্পিক পদকজয়ী এই মহিলা মুষ্টিযোদ্ধার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। গত ২ অক্টোবর নিজের জন্মদিনের দিনই দেশকে গর্বিত করেছিলেন লভলিনা। মহিলাদের ৭৫ কেজি বিভাগের ফাইনালে চিনের প্রতিপক্ষ বাও জিয়িকে একতরফা ৫-০ ব্যবধানে পরাস্ত করে সোনা জয় নিশ্চিত করেন তিনি। জাপানের মাটিতে এই সোনালি সাফল্যের পর মঙ্গলবার নিজের রাজ্যে ফিরতেই বিমানবন্দরে তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয়। অসমবাসীর দীর্ঘদিনের



সমর্থন ও উৎসাহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন লভলিনা। মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের তরফে সমাজমাধ্যমে জানানো হয়েছে, লভলিনার এই স্বর্ণপদক জয় গোটা দেশের কাছে চূড়ান্ত গর্বের এবং তা আগামী

প্রজন্মকে বড় স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত করবে। আন্তর্জাতিক মধ্যে দেশের নাম উজ্জ্বল করার সুবাদেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই বিশেষ সম্মান ও অর্থপুরস্কার প্রদান করা হলো।

মেসির বিদায়ে আবেগী বার্তা রোনাল্ডোর

দীর্ঘ দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে সবুজ ঘাসে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই চলেছে তাদের মধ্যে। তবে মাঠের চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা মুখে দিয়ে লিওনেল মেসির আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে বিদায়ের মুহূর্তে মন ছুঁয়ে যাওয়া বার্তা পাঠালেন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। আর্জেন্টিনার জার্সি তুলে রাখার পর মেসির আবেগঘন সমাজমাধ্যম বার্তার জবাবে রোনাল্ডো স্পষ্ট জানালেন, দেশের হয়ে মেসি যা অর্জন করেছেন, তার প্রতি তাঁর রয়েছে অন্তরের অসীম

শ্রদ্ধা। বেনিনের বিরুদ্ধে বিদায়ী ম্যাচে একটি গোল ও দুটি গোলের পাস বাড়িয়ে দেশের মাঠে বর্ণময় আন্তর্জাতিক অধ্যায়ের ইতি টেনেছেন ৩৯ বছর বয়সী মেসি। ম্যাচ শেষে এক দীর্ঘ বার্তায় নিজের অনুভূতি উগারে দিয়েছিলেন এল এম টেন। তার প্রতিক্রিয়াতেই ইনস্টাগ্রামে রোনাল্ডো লেখেন, ক্ষুদ্রলিও, এত বছর ধরে নিজের দেশকে রক্ষা করার পর তুমি এমন এক ইতিহাস তৈরি করেছ যা চিরকাল অমর হয়ে থাকবে।

ফিফা ক্রমতালিকায় শীর্ষে স্পেন, পাঁচে পর্তুগাল



বিশ্ব ফুটবলের সিংহাসনে নিজেদের দাপট বজায় রাখল স্পেন। ফিফার সদ্য প্রকাশিত আন্তর্জাতিক ক্রমতালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা আর্জেন্টিনাকে পেছনে ফেলে শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল স্প্যানিশ ব্রিগেড। অন্যদিকে দারুণ সাফল্যের সুবাদে দুই ধাপ এগিয়ে প্রথম পাঁচে জায়গা করে নিল পর্তুগাল। গত জুলাইয়ে বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকেই এক নম্বরে রয়েছে স্প্যানিশ দল। তরুণ তারকা লামিন ইয়ামালের চোখধাঁধানো পারফরম্যান্সে ভর করে আন্তর্জাতিক ফুটবলে টানা ৪২ ম্যাচে অপরাধিত থাকার ঐতিহাসিক নজির গড়েছে তারা। স্পেনের পর প্রথম চার স্থানে অপরিসীম রয়েছে আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড। তবে নতুন কোচ জর্জ জেসুসের অধীনে

নেশনস লিগে টানা চার ম্যাচ জিতে ব্রাজিল ও মরক্কোকে টপকে পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছে পর্তুগাল। ক্রমতালিকায় বড়সড় অগ্রগতি দেখি়য়েছে সুইজারল্যান্ডও। টানা চার জয়ের সৌজন্যে জার্মানি ও ক্রোয়েশিয়াকে পেছনে ফেলে ১২ নম্বরে উঠে এসেছে সুইসরা। অবনমন ঘটে জার্মানি নেমে গিয়েছে ১৩ নম্বরে এবং ক্রোয়েশিয়া ১৪ নম্বরে। আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে মালি ও দক্ষিণ আফ্রিকা এক ধাক্কায় ছয় ধাপ উঠে যথাক্রমে ৪৭ ও ৪৮ নম্বরে জায়গা করে নিয়েছে। সব মিলিয়ে শীর্ষ পঞ্চাশে ঠাই হয়েছে আফ্রিকার দশটি দেশের। বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর আন্তর্জাতিক স্তরে হওয়া ৩৬৮টি ম্যাচের ফলাফলের ভিত্তিতেই এই নতুন তালিকা চূড়ান্ত করেছে ফিফা।

ইনসিকিয়ার সঞ্জু, জায়গা হারানোর ভয়েই কি ডোবা? বিস্ফোরক বিহারী

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের চোখধাঁধানো শতরানে ভারত অনায়াসে জিতলেও, ফের ব্যর্থতার আঁধারে হারিয়ে গেলেন সঞ্জু স্যামসন। এশিয়ান গেমসের ব্যর্থতার পর লখনউয়ের ২২ গজেও মাত্র ১১ রানে সাজঘরে ফেরার তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে কড়া প্রশ্ন তুললেন প্রাত্য ভারতীয় ব্যাটার হনুমা বিহারী। তাঁর সাফ দাবি, দলে জায়গা হারানোর চাপে মানসিকভাবে চূড়ান্ত 'ইনসিকিয়ার' হয়ে পড়েছেন এই কেরল তারকা। লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে ক্যারিবিয়ানদের ১৭১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মাত্র ১৫ ওভারের মধ্যেই ৮ উইকেটে ম্যাচ পকেটে পুরে নেয় ভারত। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে নিজের প্রথম শতরান হাঁকিয়ে ৪৩ বলে অপরাধিত ১০২ রানের টর্নেডো ইনিংস খেলেন শ্রেয়স। কিন্তু ওপেন করতে নেমে সেই চেনা ব্যর্থতার চিত্রনাট্যই লিখলেন সঞ্জু। এশিয়ান গেমসে তাঁর সংগ্রহ ছিল যথাক্রমে ৯, ৭ ও ২ রান। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দুটি অর্ধশতরান বাদ দিলে সাম্প্রতিককালে তাঁর ব্যাটে ভরসা করার মতো কিছুই মেলেনি। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে সঞ্জুকে একের পর এক সুযোগ দেওয়া নিয়ে চাচাছোলা ভাষায় মন্তব্য করেছেন বিহারী। তাঁর বক্তব্য, ক্ষুদ্রসবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো সঞ্জুর এই ধারাবাহিক ব্যর্থতা। আর কত দিন এভাবে সুযোগ দেওয়া হবে ওকে? আমিও সঞ্জুর ভক্ত এবং চাই ও খেলুক। কিন্তু আমার মনে হয় ও ভেতরে ভেতরে চূড়ান্ত ইনসিকিয়ার হয়ে পড়েছে। ও নিজেই আগে বলেছিল যে পেছনে জায়গা কেড়ে নেওয়ার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলে ও ঠিকঠাক খেলতে পারে না। বিশ্বকাপের আগে ঈশান কিষান ফিরতেই ও রান পাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল, আর এখন ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে বৈভব। সেই চাপটাই ওকে গ্রাস করছে ক্ষুদ্র বিহারীর মতে, জাতীয় দলের নীল জার্সি গায়ে চাপ সামলানোর মানসিকতাই আসল পরীক্ষা। প্রথম ম্যাচে অভিষেক শর্মা ২১ ও সঞ্জু ১১ রানে ফেরার পর তৃতীয় উইকেটে ঈশানের সঙ্গে অবিস্থ ১৩৭ রানের জুটি গড়ে একাই ম্যাচ জেতান শ্রেয়স। আগামী শুক্রবার রাঁচিতে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ।